ইসলামি ব্যাংকিং ডিপ্লোমা (DIB)

Part-I

Paper: 106- ব্যাংকিং তত্ত্ব ও কার্যপ্রয়োগ: ইসলামী ও প্রথাগত

First Edition: April 2025
Second Edition: October 2025
Third Edition: April 2026
Fourth Edition: August 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written by:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
A Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

MetaMentor Center

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
	(ক) ব্যাংকিং তত্ত্ব	
1	মডিউল—ক: ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা	4-26
2	মডিউল—খ: ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা	27-44
3	মডিউল—গ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং	45-57
	(খ) ব্যাংকিং কার্যপ্রয়োগ	
4	মডিউল—ঘ: শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম	58-71
5	মডিউল—ঙ: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও সম্মতি	72-79
6	মডিউল—চ: তহবিল ব্যবস্থাপনা	80-86
7	মডিউল—ছ: অর্থ ও পুঁজি বাজার	87-91
8	*পূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষার প্রশ্নাবলি*	92-96

Suggestion

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
	(ক) ব্যাংকিং তত্ত্ব	
*****	মডিউল—ক: ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা	43
*****	মডিউল—খ: ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা	49
*****	মডিউল—গ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং	28
	(খ) ব্যাংকিং কার্যপ্রয়োগ	
*****	মডিউল—ঘ: শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম	23
****	মডিউল—ঙ: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও সম্মতি	21
***	মডিউল—চ: তহবিল ব্যবস্থাপনা	15
**	মডিউল—ছ: অর্থ ও পুঁজি বাজার	13
	***** প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নোট এবং সমাপ্তি অংশ" *****	

MetaMentor Center

সিলেবাস

মডিউল–ক : ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা

ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস; ব্যাংকের কার্যাবলি; ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস — ইউনিট ব্যাংকিং, শাখা ব্যাংকিং ও চেইন ব্যাংকিং; কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও বিশেষায়িত ব্যাংকিং; খুচরা ব্যাংকিং ও পাইকারি ব্যাংকিং; সম্পর্কভিত্তিক, লেনদেনভিত্তিক ও ভার্চুয়াল ব্যাংকিং; সার্বজনীন ব্যাংকিং; সবুজ ব্যাংকিং; বন্ধকি ব্যাংকিং; মার্চেন্ট ব্যাংকিং; ই-ব্যাংকিং; অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

মডিউল–খ : ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য; শরিয়াহভিত্তিক ধারণা ও নীতিমালা; বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা; প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব; মুনাফাভিত্তিক ও সুদ (রিবা)-ভিত্তিক লেনদেনের ধারণা; ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বিকৃতি; তহবিল সংগ্রহের নীতিমালা ও প্রক্রিয়া; মুনাফা অর্জন ও বণ্টনব্যবস্থা; দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা; শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি, কেন্দ্রীয় শরিয়াহ বোর্ড ও এএওআইএফআই (AAOIFI)-এর ভূমিকা।

মডিউল–গ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি ও ভূমিকা; ব্যাংক পরিদর্শন ও তদারকি — অন-সাইট ও অফ-সাইট; ব্যাংকের কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন — ক্যামেলস (CAMELS) রেটিং; ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক রেট নীতি, উন্মুক্ত বাজার কার্যক্রম; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও বিধিবিধান; ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সংস্কার; ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য নির্দেশিকা; ইসলামী কাঠামোয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের ধারণা।

মডিউল–ঘ : শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম

বিভিন্ন ধরনের আমানত, আমানত হিসাব / আমানত পণ্য, আমানত হিসাবধারী; চেকের প্রকার, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা; চেক আদায়ের পদ্ধতি — ক্লিয়ারিং, ওবিসি (OBC) / আইবিসি (IBC), অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর, আইবিসিএ (IBCA) / আইবিডিএ (IBDA), অনলাইন ট্রান্সফার; আদায়কৃত ও পরিশোধকারী ব্যাংকার; রেমিট্যান্স ও অন্যান্য সহায়ক সেবা; নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনা; আইবিজি (IBG) হিসাব সমন্বয়; গ্রাহকসেবা এবং ব্যাংকার–গ্রাহক সম্পর্ক।

মডিউল–ঙ : অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও সম্মতি (কমপ্লায়েন্স)

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ধারণা ও কার্যাবলি; আইনানুগ নিরীক্ষা; নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ব্যবস্থাপনা।

মডিউল–চ : তহবিল ব্যবস্থাপনা

সম্পদ–দায় ব্যবস্থাপনা (ALM) কৌশল; প্রথাগত ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্যের চাহিদা ও যোগান; তারল্য সমস্যা ও তারল্য ব্যবস্থাপনার কৌশল; ব্যাংকের নগদ সংরক্ষণ নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ; মুনাফা হার ঝুঁকি; তহবিল ব্যবস্থাপনা — আমানত ও অ-আমানত উৎস, ব্যালান্স শিট বহির্ভূত উৎস; বাসেল কাঠামোর অধীনে মূলধন ব্যবস্থাপনা; আমানত–বিনিয়োগ অনুপাত (Deposit-Investment Mix), আমানত–বিনিয়োগ অনুপাত (Deposit-Investment Ratio), সিআরআর (CRR), এসএলআর (SLR)।

মডিউল–ছ : অর্থ ও পুঁজি বাজার

(ক) প্রথাগত ব্যবস্থা: অর্থবাজারে ব্যাংকের কার্যক্রম — ট্রেজারি সি/বন্ড, বাণিজ্যিক কাগজপত্র (Commercial Papers), মিউচুয়াল ফান্ড, আমানত সনদ (Certificate of Deposit), রেপো/রিভার্স রেপো, কল মানি বাজার, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

MetaMentor Center

(ক) ব্যাংকিং তত্ত্ব

মডিউল–ক

ব্যাংক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা

প্রশ্ন–০১:বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ব্যাংকিংয়ের বিকাশধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোট লেখ।

অথবা, ব্যাংকিং শিল্পের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। (অক্টোবর–২০২১)

একটি **বাণিজ্যিক ব্যাংক** হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাকে ঋণ প্রদান করে। এর মূল লক্ষ্য হলো ঋণের ওপর সুদ আরোপ এবং আমানতের ওপর তুলনামূলক কম সুদ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা। এটি চেক সুবিধা, তহবিল স্থানান্তর, লকার সেবা এবং ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ইস্যু করার মতো সুবিধা প্রদান করে। সঞ্চয়কে সংগঠিত করা এবং বাণিজ্য ও শিল্পখাতকে সহায়তা করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংকিংয়ের বিকাশধারা:

1. **প্রাচীন যুগ:** ব্যাবিলন, গ্রিস ও রোমের মন্দিরে মানিলেন্ডাররা জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করতেন — সেখান থেকেই ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা।
2. **মধ্যযুগ:** ইতালির বণিক ও স্বর্ণকাররা নিরাপদে অর্থ সংরক্ষণ ও রসিদ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক ব্যাংকিং-এর ভিত্তি স্থাপন করেন।
3. **আধুনিক যুগ:** ১৭শ শতকে **ব্যাংক অব ইংল্যান্ড** প্রতিষ্ঠিত হয়, যা চেক ও নোট ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে আধুনিক ব্যাংকিং যুগের সূচনা করে।
4. **ভারতের প্রেক্ষাপট:** ভারতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৮০৬ সালে **ব্যাংক অব বেঙ্গল** প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
5. **বর্তমান সময়:** বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকগুলো সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে নানাবিধ ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

প্রশ্ন–০২:ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ইসলামী ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা দাও। একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর। (মে–২০২২, মে–২৫,নভেম্বর ২০২৫.)

ব্যাংকিং হলো জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, অর্থ সংরক্ষণ এবং ব্যক্তি, ব্যবসা বা সরকারকে ঋণ প্রদানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম। ব্যাংক চেক নিষ্পত্তি, বিল পরিশোধ, অর্থ স্থানান্তর ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের মতো সেবাও দেয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সঞ্চয়কে উৎপাদনমুখী খাতে প্রবাহিত করা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি:

1. **আমানত গ্রহণ:** সঞ্চয়ী, চলতি ও মেয়াদি হিসাবে জনগণের আমানত সংগ্রহ।
2. **ঋণ ও অগ্রিম প্রদান:** ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান।
3. **ঋণ সৃষ্টি:** প্রাপ্ত আমানতের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে বিতরণ।
4. **চেক ও পেমেন্ট সেবা:** চেক, ড্রাফট, এনইএফটি (NEFT), আরটিজিএস (RTGS) ইত্যাদি মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর।
5. **বৈদেশিক মুদ্রা সেবা:** আমদানি–রপ্তানিতে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়।
6. **লকার সেবা:** মূল্যবান দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ লকার।
7. **এজেন্সি সেবা:** গ্রাহকের পক্ষে বিল পরিশোধ, চেক সংগ্রহ, বিনিয়োগ পরিচালনা ইত্যাদি।
8. **পরিশেষে বলা যায়**, ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি, যা সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তর করে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–০৩:একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অ-বিনিয়োগ আয়ের (Non-investment Income) উৎসসমূহ কী কী?

নন-ইনভেস্টমেন্ট আয় বলতে ব্যাংকের ঋণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রমের বাইরে বিভিন্ন সেবা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয়কে বোঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত সাতটি উৎস থেকে নন-ইনভেস্টমেন্ট আয় অর্জন করে:

১. **সার্ভিস চার্জ (Service Charges):** হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, এটিএম সেবা, চেক বই ইস্যু এবং অন্যান্য ব্যাংকিং সেবার বিপরীতে আদায়কৃত ফি।

২. **কমিশন আয় (Commission Income):** বীমা, মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রয়, রেমিট্যান্স, এলসি এবং ব্যাংক গ্যারান্টির মতো সেবা থেকে প্রাপ্ত কমিশন।

৩. **লকার ভাড়া (Locker Rent):** গ্রাহকদের মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত সেফ ডিপোজিট লকারের বিপরীতে আদায়কৃত ভাড়া।

৪. **এক্সচেঞ্জ গেইন (Exchange Gain):** বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিনিময় লাভ।

৫. **পেনাল্টি চার্জ (Penalty Charges):** বিলম্বে অর্থ পরিশোধ, চেক ফেরত বা হিসাবে নির্ধারিত ন্যূনতম স্থিতি বজায় না রাখার কারণে আরোপিত জরিমানা।

৬. **অ্যাকাউন্ট ক্লোজিং চার্জ (Account Closing Charges):** নির্ধারিত সময়ের আগে ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার কারণে আদায়কৃত ফি।

৭. **কনসালটেন্সি ও অ্যাডভাইজরি ফি (Consultancy and Advisory Fees):** আর্থিক পরামর্শ, বিনিয়োগ পরামর্শ বা প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিপরীতে আদায়কৃত ফি।

প্রশ্ন-০৪. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে তার কস্ট অব ফান্ড (তহবিল ব্যয়) হ্রাস করতে পারে? – (অক্টোবর-২০২১, অক্টোবর-২০২৩, এপ্রিল-২০১৯, মে-২০২৬)

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নলিখিত সাতটি উপায়ের মাধ্যমে তার কস্ট অব ফান্ড বা তহবিল ব্যয় হ্রাস করতে পারে:

১. **স্বল্প-ব্যয়ের আমানত বৃদ্ধি (Increase Low-Cost Deposits):** সঞ্চয়ী (Savings) এবং চলতি হিসাব (Current accounts) খুলতে গ্রাহকদের বেশি মাত্রায় উৎসাহিত করা।

২. **সঠিক আমানত মিশ্রণ বজায় রাখা (Maintain Proper Deposit Mix):** উচ্চ-সুদের আমানতের (যেমন- মেয়াদি আমানত বা এফডিআর) চেয়ে স্বল্প-সুদের আমানত বেশি ব্যবহার করা।

৩. **ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের প্রসার (Promote Digital Banking):** অনলাইন সেবা প্রদানের মাধ্যমে শাখার দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় হ্রাস করা।

৪. **সস্তা উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ (Borrow from Cheaper Sources):** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Refinance schemes) অথবা কম সুদে আন্তঃব্যাংক ধার (Interbank borrowing) গ্রহণ করা।

৫. **ক্রেডিট রেটিংয়ের উন্নয়ন (Improve Credit Rating):** একটি ভালো ক্রেডিট রেটিং ব্যাংককে কম সুদে বাজার থেকে ঋণ বা তহবিল সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

৬. **তহবিলের দক্ষ ব্যবহার (Efficient Fund Allocation):** অলস অর্থ (Idle money) ফেলে না রেখে বুদ্ধিমত্তার সাথে তহবিল সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করা।

৭. **পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Control Operational Expenses):** অপ্রয়োজনীয় কর্মী এবং শাখা সংক্রান্ত অন্যান্য অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস করা।

প্রশ্ন–০৫:একটি ব্যাংক কীভাবে আদর্শ বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (IDR) বজায় রাখতে পারে? (এপ্রিল–২০১৯)

বিনিয়োগ এবং আমানতের সতর্ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি ব্যাংক আদর্শ আইডিআর (IDR) বজায় রাখতে পারে। নিচের সাতটি উপায় এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে:

১. **আমানত সংগ্রহ বৃদ্ধি (Increase Deposit Mobilization):** বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচালনা এবং উন্নততর সেবা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আমানত আকর্ষণ করা।

২. **মানসম্পন্ন বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচন (Select Quality Investment Clients):** নির্ভরযোগ্য এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের নিকট বিনিয়োগ করা।

৩. **বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণ (Diversify Investment Portfolio):** ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেওয়া।

৪. **শরিয়াহ্ নির্দেশিকা অনুসরণ (Follow Shariah Guidelines):** ইসলামী বিনিয়োগ যেন শরিয়াহসম্মত এবং লাভজনক হয় তা নিশ্চিত করা।

৫. **বিনিয়োগ আদায় বা রিকভারি পর্যবেক্ষণ (Monitor Investment Recovery):** আইডিআর (IDR) ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সময়মতো বিনিয়োগের অর্থ আদায় বা পরিশোধ নিশ্চিত করা।

৬. **আইডিআর-এর নিয়মিত পর্যালোচনা (Regular Review of IDR):** নিয়মিতভাবে আইডিআর (IDR) পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগ বা আমানতের সমন্বয় সাধন করা।

৭. **প্রযুক্তির ব্যবহার (Use Technology):** আধুনিক ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে আইডিআর ট্র্যাক এবং পরিচালনা করা।

প্রশ্ন–০৬:তহবিলের ব্যয় (Cost of Fund) ও আমানতের ব্যয় (Cost of Deposit)-এর উপাদানসমূহ কী কী? (অক্টোবর–২০১৯, এপ্রিল–২০২০)

কস্ট অব ফান্ড বা তহবিল ব্যয় বলতে বিনিয়োগের জন্য অর্থ বা তহবিল সংগ্রহ করতে একটি ব্যাংক যে মোট ব্যয় বহন করে তাকে বোঝায়। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো:

MetaMentor Center

১. **আমানতের ওপর প্রদত্ত মুনাফা (Profit paid on deposit):** ব্যাংকের অর্জিত আয়ে আমানতকারীদের অংশ।

২. **প্রশাসনিক ব্যয় (Administrative cost):** কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাড়া, এবং ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) বিল।

৩. **সংরক্ষণ বা রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট ব্যয় (Cost of reserve requirement):** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অলস হিসেবে রক্ষিত তহবিলের ব্যয় (CRR/SLR)।

৪. **অবচয় (Depreciation):** স্থায়ী সম্পদ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ব্যয় বা অবলোপন।

৫. **মূলধন ব্যয় (Cost of capital):** শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যাশিত মুনাফা বা রিটার্ন।

কস্ট অব ডিপোজিট বা আমানত ব্যয়ের মধ্যে আমানত সংগ্রহ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন:

১. আমানতকারীদের প্রদত্ত মুনাফা (Profit paid to depositors)
২. বিপণন এবং প্রচারণামূলক ব্যয় (Marketing and promotional expenses)
৩. হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (Account maintenance cost)
৪. আমানত সেবার জন্য শাখা পরিচালন ব্যয় (Cost of branch operation for deposit services)

প্রশ্ন–০৭:একটি ব্যাংকের প্রধান সহায়ক সেবাসমূহ কী কী? ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্থনৈতিক উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখে? (অক্টোবর–২০২৩)
অথবা, ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে প্রধান আনুষঙ্গিক আয়গুলো কী কী? আনুষঙ্গিক আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী? (মে-২০২৬)

আনুষঙ্গিক সেবা (Ancillary services) হলো ব্যাংকের প্রদানকৃত সেই সকল অতিরিক্ত সেবা, যা প্রথাগত আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের বাইরে দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রধান সেবাগুলো হলো:

১. **পেমেন্ট সার্ভিসেস (Payment Services / পরিশোধ সেবা):** অর্থ স্থানান্তর, বিল পরিশোধ এবং তহবিল রেমিট্যান্সের সুবিধা প্রদান করা।
২. **ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্ভিসেস (Foreign Exchange Services / বৈদেশিক মুদ্রা সেবা):** গ্রাহকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করা।
৩. **ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস (Investment Services / বিনিয়োগ সেবা):** মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড এবং বীমা (Insurance) পণ্যসমূহ অফার করা।
৪. **লকার সার্ভিসেস (Locker Services / লকার সেবা):** মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য সেফ ডিপোজিট লকার প্রদান করা।
৫. **ট্রেড ফাইন্যান্স (Trade Finance / বাণিজ্য অর্থায়ন):** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের সহায়তা করা, যেমন- লেটার অব ক্রেডিট (Letter of Credit বা ঋণপত্র) ইস্যু করা।
৬. **এটিএম এবং ডেবিট কার্ড সার্ভিসেস (ATM and Debit Card Services):** নগদ অর্থ উত্তোলন এবং অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা প্রদান করা।
৭. **কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (Consultancy Services / পরামর্শ সেবা):** ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা।

ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আসা বৈদেশিক রেমিট্যান্স কয়েকটি উপায়ে অর্থনীতিতে সহায়তা করে:

১. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি (Increase Foreign Currency Reserves):** রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

২. **ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি (Boost Consumption):** রেমিট্যান্স গ্রহণকারী পরিবারগুলো পণ্য ও সেবার পেছনে তাদের ব্যয় বাড়াতে সক্ষম হয়। ৩. **ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সহায়তা (Support Small Businesses):** মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে রেমিট্যান্স অনেক সময়ই ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

৪. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Improves Standard of Living):** রেমিট্যান্স শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বাসস্থানের জন্য অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাপকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে।

৫. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসার (Promotes Financial Inclusion):** আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহারের ফলে সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং অন্যান্য আর্থিক সেবায় গ্রাহকের প্রবেশাধিকার সহজ হয়।

৬. **অর্থনীতি স্থিতিশীল করা (Stabilizes the Economy):** অর্থনৈতিক মন্দার সময় রেমিট্যান্স একটি রক্ষাকবচ (Buffer) হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন–০৮:একটি ব্যাংক কোম্পানির মূলধন কাঠামো (Capital Structure) বর্ণনা কর। (নভেম্বর–২০২২)

একটি ব্যাংকের মূলধন কাঠামো বলতে ঋণ (Debt) এবং ইকুইটি (Equity)-এর সংমিশ্রণের মাধ্যমে ব্যাংক কীভাবে তার দৈনন্দিন কার্যক্রমের অর্থায়ন করে তাকে বোঝায়। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো:

১. **ইকুইটি মূলধন (Equity Capital):** শেয়ারহোল্ডারদের নিকট শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল। এটি হলো ব্যাংকে মালিকের ইকুইটি বা মালিকানা স্বত্ব।

MetaMentor Center

২. **সংরক্ষিত আয় (Retained Earnings):** শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন না করে ব্যাংকে রেখে দেওয়া মুনাফা, যা ব্যাংকের ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি বা সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩. **ঋণ মূলধন (Debt Capital):** ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বা ইস্যুকৃত বন্ড, যার মধ্যে সাবঅর্ডিনেটেড ডেবট (Subordinated debt) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৪. **আমানত (Deposits):** গ্রাহকদের গচ্ছিত আমানত ব্যাংকের অর্থায়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ব্যাংকের দায় (Liabilities) হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫. **অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference Shares):** এগুলো হলো সেই ধরনের শেয়ার, যেগুলোর বিপরীতে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের (Common stockholders) আগেই লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, তবে এই শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ভোটাধিকার (Voting rights) থাকে না।

এই উপাদানগুলোর সঠিক সংমিশ্রণ নিশ্চিত করে যে, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে।

প্রশ্ন–০৯: ইউনিট ব্যাংকিং ও শাখা ব্যাংকিং-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। (অক্টোবর–২০১৮, অক্টোবর–২০১৯)

ইউনিট ব্যাংকিং ও শাখা ব্যাংকিং-এর মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	ইউনিট ব্যাংকিং (Unit Banking)	শাখা ব্যাংকিং (Branch Banking)
সংজ্ঞা	ইউনিট ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংকের কার্যক্রম একটি মাত্র অফিস বা শাখা থেকেই পরিচালিত হয়।	শাখা ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংকের কার্যক্রম একাধিক শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
পরিসর	ইউনিট ব্যাংক আকারে ছোট এবং সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে।	শাখা ব্যাংক আকারে বড় এবং বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশব্যাপী সেবা প্রদান করে।
নমনীয়তা	সীমিত সম্পদের কারণে ইউনিট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সেবার পরিধি সীমিত থাকে।	পর্যাপ্ত সম্পদের কারণে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বহুবিধ ও উন্নতমানের সেবা প্রদান সম্ভব হয়।
ব্যবস্থাপনা	ইউনিট ব্যাংকিংয়ে ব্যবস্থাপনা মূল কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীভূতভাবে পরিচালিত হয়।	শাখা ব্যাংকিংয়ে ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকৃতভাবে পরিচালিত হয়, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত হয়।
স্কেল অর্থনীতি	একক অবস্থানের কারণে ইউনিট ব্যাংক স্কেল অর্থনীতির সুবিধা সীমিতভাবে পায়।	বহু শাখা থাকার কারণে শাখা ব্যাংকিং স্কেল অর্থনীতির পূর্ণ সুবিধা ভোগ করে।

প্রশ্ন–১০: 'ইউনিট ব্যাংকিং ও শাখা ব্যাংকিং-এর নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে' — ব্যাখ্যা কর।

ইউনিট ব্যাংকিং

সুবিধাসমূহ:

1. **ব্যক্তিগতকৃত সেবা:** গ্রাহকরা ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরও ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক উপভোগ করতে পারেন ।
2. **কম পরিচালন ব্যয়:** একটি মাত্র শাখা থাকার কারণে প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়।
3. **সহজতর ব্যবস্থাপনা:** একটি মাত্র ইউনিট পরিচালনা করা সহজ এবং আরও সংগঠিতভাবে করা যায়।

অসুবিধাসমূহ:

1. **সীমিত পরিসর:** ব্যাংকটি সাধারণত স্থানীয় এলাকার একটি ছোট গ্রাহকগোষ্ঠীকেই সেবা প্রদান করতে পারে।
2. **সীমিত সেবা:** পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকায় প্রদত্ত সেবার পরিধি প্রায়ই সীমিত থাকে।
3. **স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঝুঁকি:** ব্যাংকটি স্থানীয় অর্থনীতির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকে।

শাখা ব্যাংকিং

সুবিধাসমূহ:

1. **বিস্তৃত পরিসর:** একাধিক শাখা থাকার ফলে ব্যাংক বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারে।
2. **বহুমুখী সেবা:** শাখাগুলো আরও বিস্তৃত পরিসরের আর্থিক পণ্য ও সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়।
3. **স্কেল অর্থনীতির সুবিধা:** বহু শাখা থাকায় ব্যয় ভাগ হয়ে যায়, ফলে প্রতি শাখার গড় ব্যয় কমে আসে।

অসুবিধাসমূহ:

1. **বেশি খরচ:** একাধিক শাখা পরিচালনার কারণে প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয় অনেক বেশি হয়।
2. **জটিল ব্যবস্থাপনা:** বহু শাখা পরিচালনা করা কঠিন এবং এর জন্য উন্নত ও জটিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন–১১: সাব-শাখা ব্যাংকিং (Sub-Branch Banking)-এর ধারণা সংজ্ঞায়িত কর। এটি কীভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য একটি কার্যকর ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। (নভেম্বর–২০২২)

MetaMentor Center

সাব-শাখা ব্যাংকিং বলতে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখার অধীন পরিচালিত ছোট আকারের ব্যাংকিং কেন্দ্রকে বোঝায়। এটি মূলত প্রাথমিক ব্যাংকিং সেবা যেমন নগদ জমা, উত্তোলন, তহবিল স্থানান্তর এবং হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করে। সাব-শাখাগুলো সাধারণত গ্রামীণ বা অর্ধ-নগর এলাকায় স্থাপন করা হয়, যেখানে পূর্ণাঙ্গ শাখা খোলা ব্যয়সাপেক্ষ হতে পারে। এসব কেন্দ্র সীমিত ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে এবং জটিল ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য মূল শাখার ওপর নির্ভরশীল থাকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।সাব-শাখা ব্যাংকিং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য কীভাবে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে:

1. **স্বল্প স্থাপনা ব্যয়:** পূর্ণাঙ্গ শাখার তুলনায় সাব-শাখা প্রতিষ্ঠায় ভাড়া, আসবাবপত্র ও জনবল ব্যয় অনেক কম হয়।
2. **বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছানো:** যেখানে পূর্ণাঙ্গ শাখা খোলা সম্ভব নয়, সেখানে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় সেবা বিস্তারে সহায়তা করে।
3. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি:** আমানত গ্রহণ, উত্তোলন ও রেমিট্যান্সের মতো মৌলিক সেবা প্রদান করে ব্যাংকবহির্ভূত জনগণকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনে।

4. **দক্ষ তদারকি:** মূল শাখার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ায় ব্যবস্থাপনা ও তদারকি সহজ হয়।
5. **ডিজিটাল ব্যাংকিং সহায়তা:** মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং ও কেন্দ্রীয় সিস্টেম ব্যবহার করে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হয়।
6. **আমানতভিত্তি বৃদ্ধি:** নতুন এলাকা থেকে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অতএব, সাব-শাখা ব্যাংকিং ব্যাংকগুলোকে কম ব্যয়ে বিকাশ লাভ করতে এবং আরও বেশি মানুষকে দক্ষভাবে সেবা দিতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন–১২: বিশেষায়িত ব্যাংকিং (Specialized Banking) বলতে কী বোঝায়? এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking)-এর থেকে কীভাবে ভিন্ন? (এপ্রিল–২০১৯, এপ্রিল–২০২০, অক্টোবর–২০১৯)

বিশেষায়িত ব্যাংকিং হলো এমন এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট কোনো খাত, উদ্দেশ্য বা জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো সব ধরনের সেবা না দিয়ে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো শিল্পোন্নয়ন, কৃষি, আবাসন বা রপ্তানি-আমদানি কার্যক্রমের মতো নির্দিষ্ট আর্থিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যাংক তাদের নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবা, ঋণ এবং পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক ইত্যাদি।

মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান

বিশেষায়িত ব্যাংকিং নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সহায়তা দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

বিশেষায়িত ব্যাংকিং (Specialized Banking) এবং **বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking)** এর মধ্যে পার্থক্য :

পয়েন্ট	**বিশেষায়িত ব্যাংকিং (Specialized Banking)**	**বাণিজ্যিক ব্যাংকিং (Commercial Banking)**
১. উদ্দেশ্য	বিশেষায়িত ব্যাংকিং নির্দিষ্ট খাত যেমন কৃষি, শিল্প বা আবাসন খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।	বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।
২. সেবা	বিশেষায়িত ব্যাংকিংয়ের সেবা সীমিত এবং নির্দিষ্ট খাত বা প্রকল্পভিত্তিক।	বাণিজ্যিক ব্যাংকিং বিস্তৃত পরিসরের সেবা যেমন আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, রেমিট্যান্স ও ক্রেডিট কার্ড সেবা প্রদান করে।
৩. গ্রাহক	বিশেষায়িত ব্যাংক মূলত নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যেমন কৃষক, রপ্তানিকারক বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংক সকল শ্রেণির গ্রাহক — ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার — সবাইকে সেবা প্রদান করে।
৪. ঋণনীতি	বিশেষায়িত ব্যাংক সংশ্লিষ্ট খাতের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ ঋণনীতি অনুসরণ করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংক মানক ও সাধারণ ঋণনীতি অনুসারে সকল গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে।
৫. উদাহরণ	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ অর্থায়ন সংস্থা ইত্যাদি বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ।

প্রশ্ন-১৩. বাংলাদেশের কিছু বিশেষায়িত ব্যাংকের নাম উল্লেখ কর এবং তাদের ভূমিকা ও কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। – (অক্টোবর-২০২১)

বাংলাদেশের কিছু বিশেষায়িত ব্যাংক:

1. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB)
2. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RAKUB)
3. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (BDBL)
4. বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ অর্থায়ন সংস্থা (BHBFC)
5. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

ভূমিকা ও কার্যাবলি :

- এসব ব্যাংক কৃষি, শিল্প, আবাসন ও রেমিট্যান্সের মতো নির্দিষ্ট খাতকে সহায়তা করে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RAKUB) কৃষকদের ঋণ প্রদান করে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে সহায়তা করে।
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (BDBL) শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রকল্পে অর্থায়নে সহায়তা করে।
- বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ অর্থায়ন সংস্থা (BHBFC) বাড়ি নির্মাণ বা ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসী শ্রমিকদের সঞ্চয় ও ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

MetaMentor Center

এই ব্যাংকগুলো যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেখানে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিয়ে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১৪. খুচরা ব্যাংকিং (Retail Banking) ও করপোরেট ব্যাংকিং (Corporate Banking)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। উপরোক্ত দুটি ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি একটি ব্যাংক ও সমাজের জন্য অধিক উপকারী — তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। – (অক্টোবর-২০১৮, অক্টোবর ২০১৯)

পয়েন্ট	**খুচরা ব্যাংকিং (Retail Banking)**	**করপোরেট ব্যাংকিং (Corporate Banking)**
১.গ্রাহকের ধরন	খুচরা ব্যাংকিং মূলত ব্যক্তিগত গ্রাহকদের জন্য, যেমন চাকরিজীবী, পেনশনভোগী ও সাধারণ নাগরিক।	করপোরেট ব্যাংকিং মূলত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ কোম্পানি ও শিল্প খাতের গ্রাহকদের জন্য।

২. সেবা	খুচরা ব্যাংকিং সাধারণত সঞ্চয়ী হিসাব, ব্যক্তিগত ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ও গৃহঋণ ইত্যাদি ব্যক্তিগত আর্থিক সেবা প্রদান করে।	করপোরেট ব্যাংকিং ব্যবসায়িক ঋণ, কার্যকর মূলধন, ট্রেড ফাইন্যান্স ও প্রকল্প অর্থায়নসহ বড় অঙ্কের সেবা প্রদান করে।
৩.লেনদেনের পরিমাণ	খুচরা ব্যাংকিং-এ লেনদেনের পরিমাণ ছোট এবং সাধারণত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত।	করপোরেট ব্যাংকিং-এ লেনদেনের পরিমাণ বৃহৎ ও উচ্চমূল্যের হয়, যা বড় প্রকল্প বা ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত।
৪.সম্পর্কের ধরন	খুচরা ব্যাংকিং সাধারণত মানক ও সীমিত সম্পর্কভিত্তিক, যেখানে সেবা প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়।	করপোরেট ব্যাংকিং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সম্পর্কভিত্তিক, যেখানে ক্লায়েন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।
৫.ঝুঁকির মাত্রা	খুচরা ব্যাংকিং-এ অসংখ্য ছোট হিসাব থাকার কারণে সামগ্রিক ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম।	করপোরেট ব্যাংকিং-এ কয়েকটি বৃহৎ হিসাব থাকার কারণে ঝুঁকি বেশি এবং একক গ্রাহক নির্ভরতা দেখা দিতে পারে।

খুচরা ব্যাংকিং বনাম করপোরেট ব্যাংকিং: কোনটি বেশি উপকারী নিচে দেয়া হলঃ

1. **স্থিতিশীলতা:** খুচরা ব্যাংকিং ব্যক্তিগত গ্রাহকদের কাছ থেকে নিয়মিত আয় প্রদান করে, যা এটিকে বেশি স্থিতিশীল করে। বিপরীতে, করপোরেট ব্যাংকিং বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা তুলনামূলকভাবে বেশি অস্থির হতে পারে।
2. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** খুচরা ব্যাংকিং অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক, কারণ এটি বিস্তৃত পরিসরের ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করে। করপোরেট ব্যাংকিং মূলত বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবা দেয়, ফলে ছোট বা ব্যক্তিগত গ্রাহকদের জন্য সুযোগ সীমিত থাকে।
3. **ঝুঁকি বণ্টন:** খুচরা ব্যাংকিং বহু গ্রাহকের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টন করে, ফলে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম হয়। অন্যদিকে, করপোরেট ব্যাংকিং অল্প কয়েকটি বড় গ্রাহকের ওপর নির্ভর করায় ঝুঁকি কেন্দ্রীভূত থাকে।
4. **সামাজিক প্রভাব:** খুচরা ব্যাংকিং সাধারণ জনগণের জন্য আর্থিক সচেতনতা ও সেবার সুযোগ বাড়ায়, যেখানে করপোরেট ব্যাংকিং মূলত বড় কোম্পানিগুলোরই উপকারে আসে।
5. **লাভজনকতা:** খুচরা ব্যাংকিং সাধারণত ধারাবাহিকভাবে লাভজনক থাকে, অপরদিকে করপোরেট ব্যাংকিং উচ্চ মুনাফা দিতে পারে কিন্তু এতে ঝুঁকিও বেশি থাকে।

প্রশ্ন-১৫. 'খুচরা আমানত' এবং 'করপোরেট আমানত' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ব্যাংকের 'করপোরেট আমানত'-এর সাথে যুক্ত কী ধরনের ঝুঁকি বা হুমকি থাকতে পারে? – (এপ্রিল-২০২০)

খুচরা আমানত:খুচরা আমানত বলতে ব্যাংকে ব্যক্তিগত গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থকে বোঝায়। এসব আমানত সাধারণত সঞ্চয় হিসাব, মেয়াদি আমানত বা চলতি হিসাবের আকারে থাকে। এ ধরনের আমানত সাধারণত পরিমাণে ছোট হলেও সংখ্যায় বেশি হয়, যা ব্যাংকের জন্য একটি স্থিতিশীল তহবিলের উৎস হিসেবে কাজ করে ।

করপোরেট আমানত:করপোরেট আমানত বলতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনগুলোর জমাকৃত অর্থকে বোঝায়। এসব আমানত সাধারণত পরিমাণে বড় হয় এবং এর মধ্যে ব্যবসায়িক সঞ্চয় হিসাব, মেয়াদি আমানত বা নগদ ব্যবস্থাপনা হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। করপোরেট আমানতে প্রায়ই খুচরা আমানতের তুলনায় ভিন্ন শর্তাবলি থাকে, যেমন উচ্চ সুদের হার, এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি অস্থির হয়।

করপোরেট আমানতের সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ:

1. **তারল্য ঝুঁকি:** করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ করে বড় অঙ্কের অর্থ তুলে নিতে পারে, যা ব্যাংকের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে।
2. **কেন্দ্রীভবন ঝুঁকি:** অল্প কয়েকটি বড় করপোরেট গ্রাহক ব্যাংকের আমানত ভিত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, ফলে তারা অর্থ তুলে নিলে বা আর্থিক সমস্যায় পড়লে ব্যাংক বড় ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
3. **সুদের হারের সংবেদনশীলতা:** করপোরেট আমানত সুদের হার পরিবর্তনের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হতে পারে; ফলে অন্য কোথাও বেশি সুবিধাজনক হার পাওয়া গেলে হঠাৎ অর্থ উত্তোলনের ঝুঁকি থাকে।
4. **ঋণ ঝুঁকি:** করপোরেট গ্রাহকরা আর্থিকভাবে অস্থিতিশীল হলে ব্যাংক তুলনামূলকভাবে বেশি ঋণ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।
5. **নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি:** বড় করপোরেট আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাংককে জটিল নিয়ন্ত্রক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়, যা ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–১৬: খুচরা ব্যাংকিং ও পাইকারি ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা।

খুচরা ব্যাংকিং (Retail Banking): খুচরা ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংক ব্যক্তিগত গ্রাহকদের ছোট অঙ্কের আর্থিক সেবা প্রদান করে, যেমন—সঞ্চয়ী হিসাব, ব্যক্তিগত ঋণ, গৃহঋণ ও ক্রেডিট কার্ড। এটি সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য পরিচালিত হয়।

খুচরা ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য:

1. এটি মূলত ব্যক্তি, পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পরিচালিত হয়।
2. লেনদেনের পরিমাণ ছোট ও ঘন ঘন হয়।
3. সেবাগুলো মানক, সহজলভ্য ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিভিত্তিক।
4. অসংখ্য গ্রাহক থাকায় ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম।

পাইকারি ব্যাংকিং (Wholesale Banking): পাইকারি ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংক বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন ও সরকারি সংস্থার জন্য বড় অঙ্কের আর্থিক সেবা প্রদান করে, যেমন—করপোরেট ঋণ, বাণিজ্য অর্থায়ন ও ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা।

পাইকারি ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য:

1. এটি বৃহৎ ব্যবসা ও করপোরেট গ্রাহকদের জন্য পরিচালিত হয়।
2. লেনদেনের পরিমাণ বড় ও জটিল প্রকৃতির হয়।
3. গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়।
4. সীমিত গ্রাহক থাকায় ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

প্রশ্ন-১৭. ব্যাংকিংয়ে সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (Relationship Management) বলতে কী বোঝায়? – (এপ্রিল-২০২০)

ব্যাংকিংয়ে সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (Relationship Management) বলতে গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো গ্রাহকদের আর্থিক চাহিদা বুঝে সেই অনুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা।

রিলেশনশিপ ম্যানেজাররা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন এবং গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগী পণ্য, বিনিয়োগ পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেন। তারা ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্য বিক্রির সুযোগ তৈরি, গ্রাহকের অভিযোগ বা সমস্যার সমাধান এবং গ্রাহকের সামগ্রিক আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজও করেন।

এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রাহকের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাদের ধরে রাখা এবং ব্যাংকের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো।

প্রশ্ন-১৮. ব্যাংকে গ্রাহকসেবার গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের গুরুত্ব কি লাভজনকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে? – (এপ্রিল-২০২০)

না, ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের গুরুত্ব গ্রাহকসেবার গুণগত মানের কারণে লাভজনকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। বরং, গ্রাহকদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা অনেক সময় লাভজনকতাকে আরও বৃদ্ধি করে।

1. **গ্রাহক ধরে রাখা:** শক্তিশালী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক গ্রাহকের বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করে, যা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা তৈরি করে এবং নতুন গ্রাহক অর্জনের খরচ কমায়।
2. **আয় বৃদ্ধি:** সন্তুষ্ট গ্রাহকরা ঋণ বা বিনিয়োগ পণ্যের মতো অতিরিক্ত সেবা গ্রহণে আগ্রহী হয়, যা ব্যাংকের লাভজনকতা বৃদ্ধি করে।
3. **বিশ্বাস তৈরি:** উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান গ্রাহকের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করে, ফলে তারা তাদের আর্থিক প্রয়োজন ব্যাংকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আগ্রহী হয়, যা অতিরিক্ত পণ্য বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে।
4. **রেফারেল বা সুপারিশ:** বিশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট গ্রাহকরা নতুন গ্রাহক পরিচিত করিয়ে দিতে আগ্রহী হয়, যা ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ও লাভজনকতায় সহায়তা করে।
5. **ব্যয় সাশ্রয়:** সন্তুষ্ট গ্রাহকদের ধরে রাখতে কম প্রচেষ্টা লাগে, ফলে ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় কমে এবং সামগ্রিক লাভজনকতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-১৯. পোস্ট ডেটেড ও স্টেল চেকের সংজ্ঞা দাও। – (এপ্রিল-২০১৯, এপ্রিল-২০২০)

পোস্ট ডেটেডঃএকটি চেক যাতে ভবিষ্যতের তারিখ উল্লেখ থাকে। নির্দিষ্ট তারিখের আগে এই চেকের অর্থ পরিশোধ করা যায় না।
উদাহরণ: ১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ইস্যু করা একটি চেক, কিন্তু তাতে তারিখ দেওয়া হয়েছে ৫ মে ২০২২।

স্টেল চেক: একটি চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে উপস্থাপন না করলে তা স্টেল চেক হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের চেক অর্থপ্রদান না করে প্রদানকারীর (drawer) কাছ থেকে নিশ্চয়তার জন্য ফেরত পাঠানো হয়।

উদাহরণ: ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের একটি চেক ১ জুলাই ২০২২-এর পর স্টেল চেক হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন–২০: ব্যাংকারের কোন কোন গাফিলতির কারণে ব্যাংকের সম্পদের গুণগত মান হ্রাস পেতে পারে? – (এপ্রিল–২০২০)
দুর্বল সম্পদের গুণমানের সূচকগুলো কী কী? সম্পদের গুণমানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সতর্ক সংকেতগুলো কী কী? (নভেম্বর-২০২৫)

দুর্বল সম্পদের গুণমানের সূচকগুলো নিম্নরূপ:

1. **বকেয়া ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি:** ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং বকেয়া ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা সম্পদের গুণমান দুর্বল হওয়ার একটি প্রধান সূচক।
2. **শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি** নিম্নমান, সন্দেহজনক এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা সম্পদের গুণমান খারাপ হওয়ার নির্দেশ দেয়।
3. **স্থগিত সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি:** ঋণের সুদ আদায় না হয়ে স্থগিত অবস্থায় থাকলে তা ঋণ আদায়ে ঝুঁকি বৃদ্ধির লক্ষণ।
4. **ঋণ পুনঃতফসিলের হার বৃদ্ধি:** একই ঋণ বারবার পুনঃতফসিল করা হলে তা ঋণগ্রহীতার দুর্বল আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

MetaMentor Center

5. **ঋণ পরিশোধে অনিয়ম ও বিলম্ব:** ঋণগ্রহীতা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তা সম্পদের গুণমান দুর্বল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।
6. **জামানতের মূল্য হ্রাস পাওয়া:** ঋণের বিপরীতে রাখা জামানতের মূল্য কমে গেলে ব্যাংকের নিরাপত্তা কমে যায় এবং সম্পদের গুণমান দুর্বল হয়।

ব্যাংকারের বিভিন্ন গাফিলতি ব্যাংকের সম্পদের গুণগত মানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রধান গাফিলতিগুলো হলো—

1. **দুর্বল ঋণ মূল্যায়ন:** ঋণগ্রহীতার পরিশোধক্ষমতা সঠিকভাবে যাচাই না করলে খেলাপির ঝুঁকি বেড়ে যায়।
2. **দুর্বল ঋণ পর্যবেক্ষণ:** নিয়মিত তদারকি না করলে ঋণগ্রহীতার আর্থিক সংকট অজানাই থেকে যায়।
3. **অতিরিক্ত ঋণ প্রদান:** একই ব্যক্তি বা খাতে অতিরিক্ত ঋণ প্রদান ঝুঁকিকে কেন্দ্রীভূত করে।
4. **যথাযথ নথিপত্রের অভাব:** ঋণ চুক্তির সঠিক নথিপত্র না থাকলে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হয়।
5. **বন্ধকের মান অবহেলা:** বন্ধকের প্রকৃত মূল্যায়ন না করলে খেলাপির সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাওয়া যায় না।
6. **ঝুঁকি বৈচিত্র্যকরণে ব্যর্থতা:** নির্দিষ্ট খাতে অতিরিক্ত ঋণ কেন্দ্রীভূত হলে ব্যাংক বড় ক্ষতির মুখে পড়ে।

প্রশ্ন–২১: গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাংকের কী কী দায়বদ্ধতা রয়েছে? – (এপ্রিল–২০২০)

ব্যাংকের ওপর গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষার আইনগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রধান দায়বদ্ধতাগুলো হলো—

1. **গোপনীয়তা রক্ষা:** গ্রাহকের সম্মতি ছাড়া ব্যাংক তার হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে পারে না।
2. **তথ্য সুরক্ষা:** গ্রাহকের তথ্য অননুমোদিত প্রবেশ ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে হয়।
3. **তথ্য প্রকাশে সীমাবদ্ধতা:** বৈধ আইনগত কারণ ছাড়া তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করা নিষিদ্ধ।
4. **হিসাবের নিরাপত্তা:** প্রতারণা রোধে ব্যাংককে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয়।
5. **আইনগত সম্মতি:** ব্যাংক কোম্পানি আইন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও ডেটা সুরক্ষা আইন মেনে চলতে হয়।

প্রশ্ন–২২: হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Grading) বলতে কী বোঝায়? – (এপ্রিল–২০২০)

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, হিসাব খোলার ক্ষেত্রে রিস্ক গ্রেডিং (Risk grading) বা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ বলতে কোনো গ্রাহক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাব খোলার সময় তাদের সাথে জড়িত সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন করাকে বোঝায়। এটি ব্যাংকের ডিউ ডিলিজেন্স (Due diligence) বা যথাযথ সতর্কতা প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML- Anti Money Laundering) এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CFT- Combating the Financing of Terrorism) নীতিমালার পরিপালন নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে, রিস্ক গ্রেড বা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

১. **গ্রাহকের পরিচিতি বা প্রোফাইল (Customer Profile):** গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা এবং পূর্ব ইতিহাস বিশ্লেষণ করা।

২. **ব্যবসার প্রকৃতি (Nature of Business):** গ্রাহক যদি কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়, তবে তাদের শিল্পের ধরন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

৩. **ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location):** গ্রাহকের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি বিবেচনা করা, বিশেষ করে তারা যদি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কোনো দেশ বা অঞ্চলের হয়।

৪. **লেনদেনের আচরণ (Transaction Behavior):** হিসাবধারীর প্রত্যাশিত লেনদেনের ধরন বা প্রকৃতি পরীক্ষা করা।

৫. **হিসাব খোলার উদ্দেশ্য (Purpose of Account):** গ্রাহক কী উদ্দেশ্যে হিসাবটি খুলছেন এবং তাদের প্রত্যাশিত লেনদেনের ধরন অনুধাবন করা।

এই প্রক্রিয়াটি ব্যাংকগুলোকে মানি লন্ডারিং বা আর্থিক অপরাধের সাথে যুক্ত সম্ভাব্য যেকোনো ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রশমন (Mitigate) করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-২৩. গ্রিন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ব্যাংকিং ও সমাজে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। – (অক্টোবর-২০১৯, এপ্রিল-২০২০)
অথবা, গ্রিন ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা দাও এবং ব্যাংকিং শিল্পের জন্য এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। – (নভেম্বর-২০২৪)
অথবা, গ্রিন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? – (অক্টোবর-২০১৮)

গ্রিন ব্যাংকিং বলতে এমন কার্যক্রম বোঝায় যা ব্যাংকসমূহ পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এবং তাদের পরিবেশগত প্রভাব কমাতে গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশবান্ধব আর্থিক পণ্য প্রদান, যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বা জ্বালানি-দক্ষ উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান। ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কাগজের ব্যবহার কমাতে ও সম্পদ আরও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করতে ডিজিটাল ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারে। এছাড়া, গ্রিন ব্যাংকিং-এর মধ্যে ব্যাংকের কার্যক্রমে শক্তি খরচ কমানো, টেকসই প্রকল্পে বিনিয়োগ, এবং পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উদ্যোগকে সহায়তা করাও অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে, এটি আর্থিক সেবাকে একটি সবুজ ও অধিক টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

গ্রিন ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নিচে পাঁচটি দিক উল্লেখ করা হলো:

MetaMentor Center

1. **পরিবেশগত স্থায়িত্ব:** গ্রিন ব্যাংকিং টেকসই জ্বালানি প্রচারকারী প্রকল্পসমূহকে সহায়তা করে, যা ব্যাংকের কার্যক্রম ও অর্থায়নের পরিবেশগত প্রভাব কমায়।
2. **ব্যয় হ্রাস:** ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবহারের মাধ্যমে এবং কাগজভিত্তিক প্রক্রিয়া কমিয়ে ব্যাংকগুলো খরচ সাশ্রয় করতে পারে, পাশাপাশি বর্জ্য উৎপাদনও কমে।
3. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** এটি ব্যাংকগুলোকে তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) বাড়াতে সাহায্য করে, সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখে এবং পরিবেশবান্ধব ভাবমূর্তি গড়ে তোলে।
4. **পরিবেশসচেতন গ্রাহক আকর্ষণ:** গ্রিন ব্যাংকিং পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে এবং তাদের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবা প্রদান করে।
5. **বিধিনিষেধ মেনে চলা:** এটি নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশগত বিধিনিষেধ এবং আর্থিক নীতিমালা অনুসরণ করছে, যা বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-২৪. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত কিছু প্রধান গ্রিন পণ্য বর্ণনা কর। – (অক্টোবর-২০২৩)

পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা বা অনুশীলনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু সবুজ পণ্য বা গ্রিন প্রোডাক্ট (Green products) নির্ধারণ করেছে। এই পণ্যগুলো গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (GTF) এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য, প্রকল্প ও উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Refinancing Scheme for Environmentally-Friendly Products, Projects, and Initiatives)-সহ বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের (Refinance schemes) অধীনে অর্থায়নের যোগ্য।

প্রধান সবুজ পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. **নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থা (Renewable Energy Systems):** সোলার হোম সিস্টেম, সৌর সেচ পাম্প (Solar irrigation pumps), বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Wind power plants) এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট।

২. **জ্বালানি ও সম্পদের দক্ষতা (Energy and Resource Efficiency):** জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি, এলইডি (LED) লাইটিং এবং উন্নত চাল সিদ্ধ করার ব্যবস্থা (Improved rice parboiling systems)।

৩. **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management):** বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি (Effluent Treatment Plants- ETPs), পয়ঃনিষ্কাশন পরিশোধনাগার (Sewage treatment plants) এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ (Solid waste management initiatives)।

৪. **সবুজ ভবন বা গ্রিন বিল্ডিং উদ্যোগ (Green Building Initiatives):** পরিবেশবান্ধব বা সবুজ ভবন নির্মাণ এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যমান ভবন বা কাঠামোগুলোর রেট্রোফিটিং (Retrofitting) বা আধুনিকায়ন।

৫. **টেকসই কৃষি (Sustainable Agriculture):** জৈব চাষাবাদ (Organic farming) এবং কৃষিতে টেকসই অনুশীলনের প্রসার ঘটাতে সহায়ক প্রকল্পসমূহ।

এই উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা, টেকসই উন্নয়নের প্রসার ঘটানো এবং বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

প্রশ্ন–২৫: গ্রিন ও নৈতিক ব্যাংকিং পণ্য প্রচারের জন্য ব্যাংকগুলো কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? – (নভেম্বর–২০২৪)

ব্যাংকগুলো পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রিন ও নৈতিক ব্যাংকিং পণ্য প্রচার করতে পারে। এর জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

1. **গ্রিন ঋণ প্রদান:** নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশবান্ধব বাসস্থান ও সবুজ প্রযুক্তি প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা।
2. **টেকসই উদ্যোগে বিনিয়োগ:** সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা, যেমন—পরিষ্কার পানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সহায়তা।
3. **কাগজবিহীন ব্যাংকিং প্রচার:** ডিজিটাল ব্যাংকিং ও ই-স্টেটমেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার ও কার্বন নিঃসরণ কমানো।
4. **গ্রিন বন্ড ইস্যু:** সৌর ও বায়ু শক্তির মতো টেকসই জ্বালানি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য গ্রিন বন্ড ইস্যু করা।
5. **পরিবেশবান্ধব পণ্য সরবরাহ:** গ্রিন ক্রেডিট কার্ড বা ইকো-ফ্রেন্ডলি সেভিংস স্কিম চালু করা, যার ফি বা আয়ের অংশ পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যয় করা হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২৬. টেকসই অর্থায়ন (Sustainable Finance) বলতে কী বোঝায়? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? এবং এটি বর্তমানে কেন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে? – (অক্টোবর-২০২৩, নভেম্বর ২০২৫)

টেকসই অর্থায়ন (Sustainable Finance) বলতে এমন আর্থিক সেবা ও বিনিয়োগকে বোঝায় যা পরিবেশগত, সামাজিক ও প্রশাসনিক (ESG) মানদণ্ডকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করে।

এর আওতায় টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিতকারী প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়, যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো, এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সম্পর্কিত প্রকল্প।

টেকসই অর্থায়নের অংশ হিসেবে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীরা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ESG উপাদানসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং ইতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি হয়।

এর মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক কার্যক্রমকে টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, পরিবেশের ক্ষতি কমানো এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

টেকসই অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ কারণঃ

1. **পরিবেশ সুরক্ষা:** এটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্পকে সহায়তা করে, যা পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি কমায়।
2. **দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা:** দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।
3. **সামাজিক প্রভাব:** দারিদ্র্য দূরীকরণ ও স্বাস্থ্যসেবার মতো সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পকে সহায়তা করতে গুরুত্ব দেয়।
4. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করে।
5. **সুনাম বৃদ্ধি:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে এবং টেকসই ও নৈতিক চর্চার বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

টেকসই অর্থায়ন নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করছেঃ

1. **জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতা:** পরিবেশগত সমস্যাবলী নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুলোকে গ্রিন উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে।
2. **নিয়ন্ত্রক চাপ:** সরকার ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো টেকসই বিনিয়োগ চর্চাকে উৎসাহিত করছে বা বাধ্যতামূলক করছে।
3. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারছেন যে পরিবেশগত, সামাজিক ও প্রশাসনিক (ESG) উপাদান উপেক্ষা করলে আর্থিক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
4. **ভোক্তাদের পছন্দ:** আরও বেশি ভোক্তা নৈতিক ও টেকসই চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেছে নিচ্ছে, যা ব্যাংকগুলোকে একই পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করছে।
5. **লাভের সম্ভাবনা:** টেকসই প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন–২৭: গ্রিন ও টেকসই অর্থায়নে ব্যাংক কর্মকর্তাদের ভূমিকা বর্ণনা কর। – (অক্টোবর–২০২৩)

ব্যাংক কর্মকর্তারা গ্রিন ও টেকসই অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যাংকের দায়িত্বশীল অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাদের প্রধান ভূমিকা নিম্নরূপ—

1. **গ্রাহকদের পরামর্শ প্রদান:** কর্মকর্তারা গ্রাহকদের পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রকল্পে বিনিয়োগের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
2. **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** তারা বিনিয়োগের পরিবেশগত, সামাজিক ও শাসন (ESG) ঝুঁকি মূল্যায়ন করে নিশ্চিত করেন যে প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. **গ্রিন পণ্য প্রচার:** কর্মকর্তারা গ্রিন ঋণ, গ্রিন বন্ড এবং অন্যান্য টেকসই আর্থিক পণ্য ব্যবহারে গ্রাহকদের উৎসাহিত করেন।
4. **নিয়ম মেনে চলা তদারকি:** তারা নিশ্চিত করেন যে অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।
5. **পোর্টিং ও মনিটরিং:** কর্মকর্তারা ব্যাংকের গ্রিন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–২৮: নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো – (এপ্রিল–২০২৪)

(ক) পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ও ম্যান্ডেটের মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	ম্যান্ডেট
সংজ্ঞা	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হলো এমন একটি আইনি নথি যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্যজনকে নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করেন।	ম্যান্ডেট হলো এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্যজনকে নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদনের অনুমতি দেন।
কর্তৃত্বের পরিসর	পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে বিস্তৃত বা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।	ম্যান্ডেট সাধারণত সীমিত ক্ষমতা প্রদান করে, যা নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য প্রযোজ্য হয়।

মেয়াদকাল	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি স্থায়ী হতে পারে অথবা প্রধান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকে।	ম্যান্ডেট সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকে।
বাতিলকরণ	প্রধান ব্যক্তি যেকোনো সময় পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বাতিল করতে পারেন।	নির্ধারিত কাজ শেষ হয়ে গেলে ম্যান্ডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়।
আনুষ্ঠানিকতা	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রণয়নে আইনি আনুষ্ঠানিকতা ও নোটারাইজেশনের প্রয়োজন হয়।	ম্যান্ডেট তুলনামূলকভাবে কম আনুষ্ঠানিক এবং অনেক সময় কোনো আইনি নথি ছাড়াও কার্যকর হয়।

(খ) সাধারণ বন্ধক ও নিবন্ধিত বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	**সাধারণ বন্ধক**	**নিবন্ধিত বন্ধক**
আইনি নিবন্ধন	সাধারণ বন্ধক আইনি নিবন্ধন ছাড়াই কার্যকর হতে পারে।	নিবন্ধিত বন্ধক অবশ্যই সরকারি রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধন করতে হয়।
মালিকানা	সাধারণ বন্ধকে সম্পত্তির দখল ঋণগ্রহীতার কাছেই থাকে।	নিবন্ধিত বন্ধকে সম্পত্তি জামানত হিসেবে ঋণদাতার কাছে হস্তান্তরিত হয়।
প্রক্রিয়া	সাধারণ বন্ধকের প্রক্রিয়া সহজ এবং আনুষ্ঠানিকতা কম।	নিবন্ধিত বন্ধকের প্রক্রিয়া জটিল এবং নিবন্ধন ফি ও আইনি নথিপত্র প্রয়োজন হয়।
অগ্রাধিকার	সাধারণ বন্ধক নিবন্ধিত বন্ধকের তুলনায় কম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়।	নিবন্ধিত বন্ধক আইনগতভাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং অধিক সুরক্ষিত।
প্রয়োগযোগ্যতা	সাধারণ বন্ধকে ঋণদাতা আইনি নোটিশের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন।	নিবন্ধিত বন্ধকে ঋণদাতা আইনগতভাবে শক্তিশালী অধিকার পান সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে।

(গ) লিয়েন ও অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	**লিয়েন**	**অ্যাসাইনমেন্ট**
প্রকৃতি	লিয়েন হলো এমন একটি অধিকার, যার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণদাতা সম্পত্তি নিজের কাছে রাখতে পারেন।	অ্যাসাইনমেন্ট হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোনো অধিকার বা সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করেন।
দখল	লিয়েনের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সম্পত্তির দখল রাখেন যতক্ষণ না ঋণ পরিশোধ হয়।	অ্যাসাইনমেন্টে অধিকারের হস্তান্তর ঘটে, কিন্তু দখল সব সময় স্থানান্তরিত হয় না।
উদ্দেশ্য	লিয়েনের উদ্দেশ্য হলো ঋণ বা দায় পরিশোধের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	অ্যাসাইনমেন্টের উদ্দেশ্য হলো মালিকানা বা দাবির অধিকার সম্পূর্ণভাবে অন্যের কাছে স্থানান্তর করা।
পরিসর	লিয়েন সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তি বা পণ্যের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে।	অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে পুরো মালিকানা বা অধিকার হস্তান্তর করা যায়।
বাতিলযোগ্যতা	ঋণ পরিশোধ হলে লিয়েন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়।	অ্যাসাইনমেন্ট একবার সম্পন্ন হলে তা গ্রহীতার সম্মতি ছাড়া বাতিল করা যায় না।

প্রশ্ন-২৯. মার্চেন্ট ব্যাংক কী? বাংলাদেশে ব্রোকারেজ হাউস কীভাবে কাজ করে? – (এপ্রিল-২০২৪) নভেম্বর ২০২৫

একটি মার্চেন্ট ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চ-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে। এই সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলধন সংগ্রহ, সিকিউরিটিজ আন্ডাররাইটিং, ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে কাজ, একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ (M&A), আর্থিক পরামর্শ প্রদান এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিপরীতে, মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যক্তিগত গ্রাহকদের তুলনায় করপোরেট গ্রাহকদের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করে এবং কাঠামোবদ্ধ অর্থায়ন (Structured Financing) সমাধানও প্রদান করে। কোম্পানিগুলোর সম্প্রসারণ বা জটিল আর্থিক বাজারে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, সরঞ্জাম ও স্থিতিশীলতা প্রদানে মার্চেন্ট ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে একটি ব্রোকারেজ হাউস শেয়ারবাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে ।

MetaMentor Center

এটি যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেঃ

1. **মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা:** এটি গ্রাহকদের শেয়ার, বন্ড এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে।
2. **ট্রেডিং হিসাব:** গ্রাহকরা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার জন্য ব্রোকারেজ হাউসে ট্রেডিং হিসাব খোলেন।
3. **কমিশন:** প্রতিটি লেনদেনের জন্য ব্রোকারেজ হাউস কমিশন গ্রহণ করে।
4. **পরামর্শ সেবা:** তারা বিনিয়োগ পরামর্শ, বাজার গবেষণা এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে।
5. **বিধিনিষেধ মেনে চলা:** ব্রোকারেজ হাউসগুলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)-এ নিবন্ধিত থাকে, যা নিশ্চিত করে যে তারা আইনগত ও নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা মেনে চলছে।

প্রশ্ন-৩০. ভার্চুয়াল ব্যাংকিং এবং মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা দাও। – (এপ্রিল-২০১৮, অক্টোবর-২০২১, মে-২০২৫)

ভার্চুয়াল ব্যাংকিং (Virtual Banking): ভার্চুয়াল ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহকরা শারীরিক শাখায় না গিয়েই ইন্টারনেট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা অনলাইনে অর্থ স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, হিসাবের ব্যালেন্স দেখা, এবং অন্যান্য লেনদেন সম্পাদন করতে পারেন।

ভার্চুয়াল ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য:

1. এটি সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
2. গ্রাহকরা শারীরিক শাখায় না গিয়েই সকল সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
3. এটি সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করে।
4. এটি ২৪ ঘন্টা ও যেকোনো স্থান থেকে সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে।

মার্চেন্ট ব্যাংকিং (Merchant Banking): মার্চেন্ট ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং সেবা যা মূলত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও করপোরেট সংস্থার জন্য আর্থিক পরামর্শ, মূলধন সংগ্রহ, এবং বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো শেয়ার, বন্ড ও অন্যান্য সিকিউরিটিজ ইস্যু করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করে এবং একীভূতকরণ (Mergers) ও অধিগ্রহণ (Acquisitions) সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে।

মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য হলো:

1. এটি প্রধানত ব্যবসা ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক পরামর্শ প্রদান করে।
2. প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সহায়তা করে।
3. শেয়ার ও বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।
4. ব্যবসার সম্প্রসারণ ও একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় পরামর্শমূলক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন–৩১: ভার্চুয়াল ব্যাংকিং এবং ই–ব্যাংকিং-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। – (মে–২০২২)

বিষয়	ভার্চুয়াল ব্যাংকিং (Virtual Banking)	ই–ব্যাংকিং (E–Banking)
সংজ্ঞা	ভার্চুয়াল ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে সম্পূর্ণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং এর কোনো শারীরিক শাখা থাকে না।	ই–ব্যাংকিং হলো বিদ্যমান ব্যাংকের একটি সেবা পদ্ধতি, যেখানে অনলাইন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়।
শাখা উপস্থিতি	ভার্চুয়াল ব্যাংকের কোনো শারীরিক শাখা থাকে না; সব কার্যক্রম ভার্চুয়ালি সম্পন্ন হয়।	ই–ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকের শাখা থাকে, তবে গ্রাহকরা অনলাইনে সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
ব্যবহার ক্ষেত্র	ভার্চুয়াল ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং কোনো অফলাইন কার্যক্রম নেই।	ই–ব্যাংকিং মূল ব্যাংকের অনলাইন সেবা যেমন মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও এটিএম ব্যবহার করে পরিচালিত হয়।
প্রযুক্তি নির্ভরতা	ভার্চুয়াল ব্যাংক উন্নত প্রযুক্তি যেমন ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও অটোমেশন ব্যবহারে পরিচালিত হয়।	ই–ব্যাংকিং সাধারণত ইন্টারনেট ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারে পরিচালিত হয়।
উদাহরণ	প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যাংক যেমন "Nagad Bank" বা "Trust Virtual Bank"।	বিদ্যমান ব্যাংকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা যেমন "DBBL Nexus Pay" বা "City touch"।

প্রশ্ন–৩২:ভার্চুয়াল ব্যাংকিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী? – (অক্টোবর-২০১৮, অক্টোবর-২০১৯)

ভার্চুয়াল ব্যাংকিং-এর সুবিধাসমূহ:

1. **সহজপ্রাপ্যতা:** শারীরিক শাখায় না গিয়ে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যায়।
2. **ব্যয়সাশ্রয়ী:** এটি ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় কমায়, যার ফলে গ্রাহকরাও তুলনামূলকভাবে কম ফি দিতে পারেন।
3. **সময় সাশ্রয়ী:** দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করা যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব সংক্রান্ত তথ্য জানা যায়।
4. **২৪/৭ সেবা:** সপ্তাহান্ত ও সরকারি ছুটির দিনসহ প্রতিদিন সার্বক্ষণিক সেবা পাওয়া যায়।

MetaMentor Center

ভার্চুয়াল ব্যাংকিং-এর অসুবিধাসমূহ:

1. **নিরাপত্তা ঝুঁকি:** সাইবার আক্রমণ ও প্রতারণার ঝুঁকি বেশি থাকে।
2. **ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব:** জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে সরাসরি সহায়তা পাওয়া যায় না।
3. **প্রযুক্তিগত সমস্যা:** স্থিতিশীল ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা থাকে।
4. **সীমিত সেবা:** কিছু সেবা সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে পাওয়া নাও যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৩। বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ই-ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। – (অক্টোবর-২০২১)

ই-ব্যাংকিং আধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এটি বহু সুবিধা প্রদান করে।

1. **সুবিধাজনক ব্যবহার:** ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যেকোনো সময় এবং যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন সম্পাদন করতে পারেন, যা ব্যাংকিং সেবার প্রবেশযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
2. **ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থা:** এটি ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় হ্রাস করে, ফলে গ্রাহকদের জন্য সেবামূল্য তুলনামূলকভাবে কম রাখা সম্ভব হয়।
3. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা:** ই-ব্যাংকিং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে এবং সহজ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিকে সক্রিয় করে তোলে।
4. **দ্রুত লেনদেন সম্পাদন:** এটি পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফার ও বিনিয়োগের মতো আর্থিক কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।
5. **প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহ:** ই-ব্যাংকিং শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করে এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বর্তমান অর্থনীতিতে ই-ব্যাংকিং ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক কার্যক্রমকে সহজতর করা এবং কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৩৪। অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা ও ঝুঁকিসমূহ উল্লেখ কর। – (এপ্রিল-২০১৮)

অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ—

1. **সুবিধাজনক ব্যবহার:** ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই যেকোনো সময় এবং যেকোনো স্থান থেকে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবায় প্রবেশ করা যায়, যা গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক।
2. **সময় সাশ্রয়ী:** ব্যাংকে সরাসরি যাওয়ার প্রয়োজন হয় না; কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেনদেন সম্পন্ন করা যায়, ফলে সময় ও পরিশ্রম দুটোই বাঁচে।
3. **ব্যয়সাশ্রয়ী:** অনলাইন ব্যাংকিং ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় কমিয়ে দেয়, যার ফলে গ্রাহকদের জন্য সেবামূল্য তুলনামূলকভাবে কম রাখা সম্ভব হয়।
4. **দ্রুত লেনদেন:** তাৎক্ষণিক ফান্ড ট্রান্সফার ও বিল পরিশোধ করা যায়।
5. **নিরাপদ:** উন্নত এনক্রিপশন পদ্ধতি তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

অনলাইন ব্যাংকিং-এর ঝুঁকিসমূহ নিম্নরূপ—

1. **সাইবার নিরাপত্তাজনিত হুমকি:** হ্যাকিং, ফিশিং এবং ম্যালওয়্যার আক্রমণের মাধ্যমে গ্রাহকের আর্থিক তথ্য চুরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
2. **সিস্টেম ডাউনটাইম:** প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা রক্ষণাবেক্ষণের কারণে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে, ফলে লেনদেন ব্যাহত হতে পারে।
3. **গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ঝুঁকি:** গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত না থাকলে তা অননুমোদিতভাবে ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
4. **প্রতারণার ঝুঁকি:** অননুমোদিতভাবে হিসাবের প্রবেশাধিকার পাওয়া গেলে প্রতারণা বা অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটতে পারে।
5. **প্রযুক্তিনির্ভরতা:** ইন্টারনেট সংযোগ বা প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় প্রবেশ ব্যাহত হতে পারে, যা লেনদেনের ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন- ৩৫। বাংলাদেশে কার্যপরিধির দিক থেকে ধারণাগতভাবে 'ব্যাংক' ও 'অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs)' এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। – (মে-২০২৩)

অথবা, ব্যাংক ও অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (NBFI) মধ্যে পার্থক্যগুলো কী? – (নভেম্বর-২০২২)

অথবা, ব্যাংক ও অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা কর। – (অক্টোবর-২০১৯)

অথবা, ব্যাংক ও অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মৌলিক পার্থক্যগুলো কী? – (অক্টোবর-২০১৮)

দিক	ব্যাংকসমূহ	অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (NBFIs)
কার্যাবলি	ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং সেই তহবিল ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে ঋণ হিসেবে প্রদান করে।	অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান লিজিং, বীমা, বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন আর্থিক সেবা প্রদান করে।
নিয়ন্ত্রণবিধি	ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ও ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।	অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়।
আমানত সেবা	ব্যাংক সঞ্চয়ী, চলতি ও মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে এবং গ্রাহককে সুদ বা মুনাফা প্রদান করে।	অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে না।
ঋণ সেবা	ব্যাংক ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাকে সাধারণ ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করে।	অব্যাংক প্রতিষ্ঠান সাধারণত নির্দিষ্ট খাতে যেমন লিজিং, হাউজিং বা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অর্থায়ন করে।

MetaMentor Center

পুঁজি কাঠামো	ব্যাংকের মূল তহবিল গ্রাহকের আমানত ও মালিকানা পুঁজির উপর নির্ভরশীল।	অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ, বন্ড ইস্যু ও শেয়ার মূলধনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে।

প্রশ্ন-৩৬। 'এজেন্ট ব্যাংকিং' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। 'এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি বিকল্প মাধ্যম'ব্যাখ্যা কর।(এপ্রিল-২০২৪)

এজেন্ট ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি, যেখানে ব্যাংকগুলো তৃতীয় পক্ষের এজেন্ট (ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান) ব্যবহার করে গ্রাহকদের আর্থিক সেবা প্রদান করে, বিশেষ করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায়। এসব এজেন্ট ব্যাংকের পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে এবং আমানত গ্রহণ, উত্তোলন ও অর্থ প্রেরণের মতো মৌলিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এজেন্ট ব্যাংকিং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আরও নিকটে পৌঁছে যায়। এটি শারীরিক শাখা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করে এবং গ্রামীণ ও অবহেলিত এলাকায় ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

বিকল্প সেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং:

1. **ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদান:** এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো এমন দুর্গম ও সেবাবঞ্চিত এলাকায় সেবা পৌঁছে দিতে পারে যেখানে প্রথাগত শাখা স্থাপন করা সম্ভব নয়। এর ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়।
2. **ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থা:** নতুন শাখা স্থাপন না করে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এজেন্ট হিসেবে সেবা প্রদানের ফলে ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় হ্রাস পায়। এতে ব্যাংকিং সেবা ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্যই সাশ্রয়ী হয়।
3. **সহজ প্রবেশযোগ্যতা:** এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকরা নিকটস্থ এজেন্ট পয়েন্ট থেকেই আমানত জমা, উত্তোলন এবং অর্থ প্রেরণের মতো মৌলিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারেন, ফলে ব্যাংক শাখায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয় না।
4. **স্থানীয় ক্ষমতায়ন:** এজেন্ট ব্যাংকিং স্থানীয় ব্যবসায়ী বা ব্যক্তিকে এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে তাদের আয়ের উৎস তৈরি করে এবং একই সঙ্গে নিজ নিজ এলাকার আর্থিক চাহিদা পূরণে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-৩৭। দেশের অর্থনীতিতে এজেন্ট ব্যাংকিং কেন গুরুত্বপূর্ণ? – (মে-২০২২)

দেশের অর্থনীতিতে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব:

1. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ:** এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রামীণ ও সেবাবঞ্চিত এলাকায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিয়ে ব্যাংকবহির্ভূত জনগোষ্ঠীকেও মৌলিক আর্থিক সেবার আওতায় আনে, ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পায়।
2. **অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চার:** সহজ ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার মাধ্যমে মানুষ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও লেনদেনে উৎসাহিত হয়, যা স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।
3. **ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি:** শারীরিক শাখা স্থাপনের উচ্চ ব্যয় ছাড়াই ব্যাংকগুলো অধিক জনগোষ্ঠীকে সেবা দিতে পারে, ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রম আরও সাশ্রয়ী ও টেকসই হয়।
4. **ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা:** স্থানীয় এজেন্টরা প্রায়শই ব্যবসায়ী হিসেবেও কাজ করেন, ফলে তারা কমিশন আয়ের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন এবং একই সঙ্গে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা করেন।
5. **আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি:** এজেন্ট ব্যাংকিং সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক সেবার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ায় এবং তাদের ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৩৮। ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনায় এজেন্ট ব্যাংকিং-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। – (এপ্রিল-২০১৮)

ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনায় এজেন্ট ব্যাংকিং-এর ভূমিকা:

1. **দূরবর্তী এলাকায় সেবা প্রদান:** এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো এমন গ্রামীণ বা সেবাবঞ্চিত এলাকায় গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে পারে যেখানে তাদের শারীরিক শাখা নেই, ফলে গ্রাহকভিত্তি বিস্তৃত হয়।
2. **ব্যয়সাশ্রয়ী সেবা প্রদান:** প্রতিটি স্থানে নতুন শাখা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে স্থানীয় এজেন্ট ব্যবহার করে ব্যাংক কম ব্যয়ে সেবা প্রদান করতে পারে।
3. **গ্রাহক সেবার পরিসর বৃদ্ধি:** এজেন্টরা ব্যাংকের প্রতিনিধির মতো কাজ করে আমানত গ্রহণ, অর্থ উত্তোলন এবং টাকা প্রেরণের মতো মৌলিক সেবা প্রদান করে, ফলে গ্রাহকরা সহজেই আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার পান।
4. **নগদ প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা:** এজেন্ট ব্যাংকিং অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে লেনদেন করতে উৎসাহিত করে, যা ব্যাংকে নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি করে।

MetaMentor Center

5. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় এনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৩৯। ডিজিটাল ব্যাংক কী? বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ডিজিটাল ব্যাংকের নীতিমালা ব্যাখ্যা কর। বিদ্যমান ব্যাংকগুলোর ডিজিটাল বা বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি আলাদা ডিজিটাল ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? থাকলে ব্যাখ্যা কর। – (অক্টোবর-২০২৩)

একটি ডিজিটাল ব্যাংক হলো এমন এক ধরনের ব্যাংক, যা প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন- মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং এর কোনো ভৌত শাখা (Physical branches) বা কার্যালয়ের প্রয়োজন হয় না। এটি প্রথাগত ব্যাংকিং সেবা যেমন- হিসাব ব্যবস্থাপনা, ঋণ প্রদান এবং পেমেন্ট বা পরিশোধ সেবা ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। গ্রাহকদের আর্থিক সেবায় দ্রুত ও সহজে প্রবেশাধিকার প্রদান এবং ব্যাংকিং সেবার সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল ব্যাংক প্রযুক্তির ব্যবহার করে। ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতার (Customer experience) উন্নয়নে তারা অটোমেশন (Automation), ডাটা অ্যানালিটিক্স (Data analytics) এবং ডিজিটাল টুলের ওপর নির্ভর করে। প্রথাগত ব্যাংকের তুলনায় কম ফি বা খরচ এবং দ্রুত লেনদেনের জন্য ডিজিটাল ব্যাংক বেশি পরিচিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল ব্যাংকের মূল নীতিমালাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. **লাইসেন্সিং (Licensing):** এটি অবশ্যই ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর অধীনে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে গঠিত হতে হবে।

২. **মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Capital Requirement):** ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন (Paid-up capital) ১২৫ কোটি টাকা হতে হবে।

৩. **উদ্যোক্তাদের অবদান (Sponsor Contribution):** উদ্যোক্তাদের (Sponsors) অবশ্যই তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে (ঋণকৃত অর্থ নয়) বিনিয়োগ করতে হবে, যার পরিমাণ জনপ্রতি ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকা হতে হবে।

৪. **প্রযুক্তি-নির্ভর সেবা (Technology-Based Services):** দক্ষ এবং ব্যবহারকারীবান্ধব (User-friendly) ব্যাংকিংয়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন- আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI) ব্যবহার করতে হবে।

৫. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion):** ব্যাংকিং সেবার আওতা বহির্ভূত (Unbanked) এবং স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত (Underbanked) জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর ওপর জোর দিতে হবে।

৬. **ঝুঁকি ও সুশাসন (Risk & Governance):** প্রথাগত ব্যাংকগুলোর মতো একই ধরনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk management) এবং কর্পোরেট সুশাসন (**Corporate governance**) মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে।

৭. **পরিপালন (Compliance):** বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস রেগুলেশনস, ২০১৪ অবশ্যই অনুসরণ বা পরিপালন করতে হবে।

৮. **সাইবার নিরাপত্তা (Cybersecurity):** গ্রাহকের তথ্যের সুরক্ষা এবং সাইবার নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. **উদ্ভাবনে মনোযোগ (Innovation Focus):** আর্থিক স্থিতিশীলতা (Financial stability) বজায় রেখে ডিজিটাল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে।

১০. **গ্রাহক সুরক্ষা (Customer Protection):** গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং ন্যায্য সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

হ্যাঁ, প্রথাগত ব্যাংকগুলো ডিজিটাল সেবা প্রদান করা সত্ত্বেও ডিজিটাল ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর কারণগুলো হলো:

ডিজিটাল ব্যাংকগুলো শুরু থেকেই পুরোপুরি অনলাইন-ভিত্তিক হয়ে থাকে। এদের কোনো ভৌত শাখা থাকে না, যা এদেরকে দ্রুততর, সাশ্রয়ী এবং অধিকতর প্রবেশযোগ্য (Accessible) করে তোলে—বিশেষ করে গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য। অন্যদিকে, প্রথাগত ব্যাংকগুলো এখনও ভৌত কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল, ফলে তাদের ডিজিটাল সেবাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদান, দ্রুত ঋণ অনুমোদন এবং খরচ কমানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যাংকগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং বিগ ডাটার (Big data) মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া নিয়মিত ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে এরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial inclusion) প্রসারিত করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদিও বিদ্যমান ব্যাংকগুলো ডিজিটাল সেবা প্রদান করছে, কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকগুলোর কাঠামোটি শুরু থেকেই পুরোপুরি প্রযুক্তি-চালিত (Tech-driven), অধিকতর দক্ষ (Efficient) এবং অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্ন- ৪০। ডিজিটাল ব্যাংকিং ধারণাটি ব্যাখ্যা কর এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সহজীকরণে এর ভূমিকা উল্লেখ কর। – (নভেম্বর-২০২৪)

ডিজিটাল ব্যাংকিং বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যেখানে শাখায় না গিয়ে ইন্টারনেট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যায়। এর মাধ্যমে যেকোনো সময় ও যেকোনো স্থান থেকে হিসাব খোলা, টাকা প্রেরণ, বিল পরিশোধ, ঋণ গ্রহণসহ অন্যান্য সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

MetaMentor Center

সুসম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ব্যাংকিং-এর প্রধান ভূমিকা:

1. **সহজ প্রবেশাধিকার:** ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে দুর্গম এলাকাতেও মানুষ সহজে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারে, যা ব্যাংকবহির্ভূত জনগোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করে।
2. **স্বল্প ব্যয়ে সেবা:** এটি পরিচালন ব্যয় কমিয়ে দেয়, ফলে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবা আরও সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে।
3. **২৪/৭ সেবা প্রাপ্যতা:** দিনরাত যেকোনো সময় ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যায়, ফলে শারীরিক শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।
4. **দ্রুত সেবা প্রদান:** ডিজিটাল ব্যাংকিং পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফার এবং ঋণ প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করতে সহায়তা করে, যা সময় সাশ্রয় করে।
5. **ব্যাংকবহির্ভূত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন:** গ্রামীণ দরিদ্র, নারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মতো পূর্বে ব্যাংক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-৪১। ডিজিটাল ব্যাংক কীভাবে গ্রাহকের তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করে? – (নভেম্বর-২০২৪)

গ্রাহকের তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে—

1. **তথ্য এনক্রিপশন:** গ্রাহকের সকল তথ্য এনক্রিপশন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হয়, যাতে অননুমোদিত ব্যক্তি এসব তথ্য পড়তে বা ব্যবহার করতে না পারে।
2. **বহুপদ প্রমাণীকরণ (MFA):** গ্রাহকদের তাদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পাসওয়ার্ড ও এককালীন কোডের মতো একাধিক যাচাইকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়, যা অননুমোদিত প্রবেশ রোধ করে।
3. **রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ:** ব্যাংকগুলো লেনদেনসমূহ রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করে সন্দেহজনক বা প্রতারণামূলক কার্যক্রম শনাক্ত ও প্রতিরোধ করে।
4. **নিয়মিত সাইবার নিরাপত্তা আপডেট:** নতুন সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যাংকিং সিস্টেম নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়, যাতে সুরক্ষা ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকর থাকে।
5. **কর্মীদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ:** ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করে দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন।

এই পদক্ষেপগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকের আস্থা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৪২। "ফিনটেকের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি" — বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণের একটি টেকসই উপায়। ব্যাখ্যা কর। – (নভেম্বর-২০২২)

ফিনটেক (Financial Technology-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) বাংলাদেশে টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল অ্যাপ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিকাশ, রকেট এবং নগদের মতো ফিনটেক সেবাগুলো গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষদের জন্য ব্যাংকিং সেবা সহজলভ্য করে তুলেছে। এর মাধ্যমে তারা ব্যাংক শাখায় না গিয়ে টাকা পাঠানো, বিল পরিশোধ এবং সরকারি ভাতা গ্রহণ করতে পারছে।এই সেবাগুলো ব্যয়সাশ্রয়ী এবং ব্যবহারবান্ধব হওয়ায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও স্বল্পআয়ের মানুষরাও সহজেই আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির অংশ হতে পারছেন। কোভিড-১৯ মহামারির সময় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে জরুরি তহবিল পৌঁছে দিতে ডিজিটাল আর্থিক সেবাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকও নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে নীতিমালা ও বিধিনিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপে, ফিনটেক বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণের একটি টেকসই ব্যবস্থা প্রদান করছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন-৪৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিএসিএইচ (BACH), বিইএফটিএন (BEFTN) এবং আরটিজিএস (RTGS) এর কার্যক্রম আলোচনা কর। (এপ্রিল-২০১৯, মে-২০২২)

MetaMentor Center

বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক লেনদেনকে নিরাপদ ও দক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা পরিচালনা করে—

1. **বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস (BACH):** বিএসিএইচ হলো আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তির কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম। এটি দুইটি প্রধান উপব্যবস্থা নিয়ে গঠিত—
2. **বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS):** এই ব্যবস্থায় চেকের ছবি ইলেকট্রনিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, ফলে চেক শারীরিকভাবে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা কমে যায় এবং নিষ্পত্তির গতি বৃদ্ধি পায়।
3. **বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN):** বিইএফটিএন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে সরাসরি ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেন সম্ভব হয়।

6. **বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN):** বিইএফটিএন ব্যাংক হিসাবগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার বা অর্থ স্থানান্তর সহজতর করে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বেতন প্রদান, বিল পরিশোধ এবং সরকারি ভাতা বিতরণের মতো লেনদেন সম্পন্ন করা যায়, যা লেনদেনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং কাগজভিত্তিক পদ্ধতির উপর নির্ভরতা হ্রাস করে।
7. **রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS):** আরটিজিএস হলো উচ্চমূল্যের ও সময়-সংবেদনশীল লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তির একটি ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে তহবিল পৃথকভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তরিত হয়, যা নিষ্পত্তি ঝুঁকি কমায় এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করে। এই সব ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের পেমেন্ট অবকাঠামোর দক্ষতা, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ৪৪: ব্যাংকের গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে বিকল্প সেবা প্রদান চ্যানেলের (Alternative Delivery Channel – ADC) ভূমিকাব্যাখ্যকরো। (এপ্রিল-২০১৯)

বিকল্প সেবা প্রদান চ্যানেল (ADC) হলো এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদের কাছে প্রচলিত শাখার বাইরে থেকে সেবা পৌঁছে দেয়, যেমন – মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এটিএম, পিওএস ইত্যাদি। এটি গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে নিম্নলিখিতভাবে –

1. **সুবিধাজনক সেবা (Convenience):** গ্রাহকরা ২৪/৭ ব্যাংকিং সেবা পেতে পারেন মোবাইল, এটিএম বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে, শাখায় না গিয়েই, যা সময় ও পরিশ্রম বাঁচায়।
2. **দ্রুত সেবা প্রদান (Speed):** ADC ব্যবহারে লেনদেন দ্রুত সম্পন্ন হয়, ফলে অপেক্ষার সময় কমে এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
3. **খরচ সাশ্রয়ী (Cost-Effectiveness):** ADC ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় হ্রাস করে, যা গ্রাহকদের জন্য কম ফি ও উন্নত সেবার সুযোগ তৈরি করে।
4. **সহজ প্রবেশাধিকার (Accessibility):** গ্রামীণ বা দূরবর্তী এলাকায়ও ব্যাংক সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়।
5. **উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা (Enhanced Customer Experience):** ADC ব্যক্তিগতকৃত ও সহজ সেবা প্রদান করে, যা গ্রাহকের সন্তুষ্টি, আস্থা ও আনুগত্য বাড়ায়।

প্রশ্ন ৪৫: বিকল্প সেবা প্রদান চ্যানেল (ADC) হলো এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদের কাছে প্রচলিত শাখার বাইরে থেকে সেবা পৌঁছে দেয় ?

1. **গতি (Speed):** বিকল্প সেবা চ্যানেল (ADC) এর মাধ্যমে লেনদেন দ্রুত সম্পন্ন হয়, যা দক্ষতা বাড়ায় এবং গ্রাহকদের অপেক্ষার সময় কমায়।
2. **খরচ সাশ্রয়ী (Cost-Effectiveness):** ADC ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় হ্রাস করে, ফলে গ্রাহকদের জন্য সেবা মূল্য কমানো এবং কম ফি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
3. **সহজলভ্যতা (Accessibility):** ব্যাংক দূরবর্তী এলাকায় থাকা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে পারে, ফলে শাখার বাইরে থেকেও সহজে সেবা প্রদান করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হয়।
4. **উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা (Enhanced Customer Experience):** ADC ব্যক্তিগতকৃত ও সহজ ব্যবহারযোগ্য সেবা প্রদান করে, যা ব্যাংকিংকে আরও ব্যবহারবান্ধব করে তোলে এবং গ্রাহকের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃদ্ধি করে।

হিসাব খোলার সময় ব্যবহৃত সেন্ট্রাল অনবোর্ডিং সিস্টেম কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুদৃঢ়তার সাথে সম্পর্কিত তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

1. **দক্ষতা বৃদ্ধি:** এই সিস্টেম ডিজিটাল অনবোর্ডিং-এর মাধ্যমে হিসাব খোলার প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করে, ফলে অতিরিক্ত কাগজপত্র এবং মানবসৃষ্ট ত্রুটি কমে যায়।
2. **নিরাপত্তা জোরদার:** ই-কে ওয়াই সি (e-KYC) ও বায়োমেট্রিক যাচাইকরণের মাধ্যমে গ্রাহকের পরিচয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা হয়, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CTF) কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে।
3. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি:** এই সিস্টেমের মাধ্যমে দূরবর্তী ও সেবাবঞ্চিত এলাকার মানুষ শারীরিক শাখায় না গিয়েই হিসাব খুলতে পারেন, যা ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।
4. **পরিচালন ব্যয় হ্রাস:** ডিজিটাল অনবোর্ডিং ব্যবস্থার ফলে শারীরিক অবকাঠামো ও অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন কমে যায়, যা ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী হয়।
5. **বিধিবিধান মেনে চলা:** গ্রাহকের পরিচয় সনাক্তকরণ ও যাচাইকরণের ক্ষেত্রে এই সিস্টেম ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা মেনে চলতে সহায়তা করে, যা ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা ও সুদৃঢ়তা বজায় রাখতে সহায়ক।

প্রশ্ন- ৪৬। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করে? এর প্রভাব মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর কীভাবে পড়ে তা ব্যাখ্যা কর। – (মে-২০২৫)

MetaMentor Center

একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সরবরাহ, সুদের হার এবং ঋণের প্রাপ্যতা প্রভাবিত করে মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিকে পরিচালনা করে। বাংলাদেশে এই দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংক পালন করে।

মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়সমূহ:

1. **ব্যাংক রেট নীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে ঋণ প্রদানের সুদের হার পরিবর্তন করে, যা সামগ্রিক ঋণ সরবরাহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।
2. **মুক্ত বাজার কার্যক্রম (Open Market Operations):** সরকারী বন্ড ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজারে তারল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
3. **রিজার্ভ বাধ্যবাধকতা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য নগদ রিজার্ভ অনুপাত (CRR) ও তলানী রিজার্ভ অনুপাত (SLR) নির্ধারণ করে, যা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
4. **নৈতিক অনুরোধ (Moral Suasion):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট মুদ্রানীতিগত দিকনির্দেশনা অনুসরণে উৎসাহিত বা পরামর্শ প্রদান করে, যাতে সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাব:

- **উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে দেয়, যা চাহিদা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে সহায়তা করে।
- **নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়, যাতে ব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর প্রভাব:

- ঋণ প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত ঝুঁকি কমানো হয়।
- আর্থিক বাজারকে স্থিতিশীল রাখে এবং হঠাৎ অস্থিরতা প্রতিরোধ করে।
- ব্যাংকগুলোর তারল্য নিশ্চিত করে, যাতে তারা পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ বজায় রাখতে পারে।

সুতরাং, কার্যকর মুদ্রানীতি মূল্যস্থিতি বজায় রাখে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন- ৪৭। ব্যাংকিং খাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা ও জনআস্থা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা কর। – (মে-২০২৫)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং খাতকে স্থিতিশীল ও বিশ্বাসযোগ্য রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে এই দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংক পালন করে থাকে।

প্রধান ভূমিকা সমূহ:

1. **বিধিনিয়ন্ত্রণ ও তদারকি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে তারা সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করছে এবং আর্থিকভাবে সক্ষম অবস্থায় রয়েছে।
2. **মুদ্রানীতি পরিচালনা:** অর্থ সরবরাহ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা প্রতিরোধ করে, যা ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।
3. **শেষ অবলম্বন হিসেবে ঋণদাতা (Lender of Last Resort):** সংকটকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে জরুরি তহবিল সরবরাহ করে যাতে তারা ধসের মুখে না পড়ে।
4. **পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা:** আন্তঃব্যাংক লেনদেনকে নিরাপদ ও দক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা করে।
5. **সংকট ব্যবস্থাপনা:** আর্থিক সংকটকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হস্তক্ষেপ করে ব্যাংকিং খাতকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখে।
6. **ভোক্তা সুরক্ষা:** আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের মধ্যে ব্যাংকের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখে।

MetaMentor Center

এই ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি জনআস্থা নিশ্চিত করে, যা মানুষকে নিরাপদভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন- ৪৮। একজন গ্রাহক ফিশিং আক্রমণের কারণে তার ভার্চুয়াল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার হারিয়েছেন। তিনি এটি পুনরুদ্ধারে কী পদক্ষেপ নিতে পারেন? – (মে-২০২৫)

যদি কোনো গ্রাহক ফিশিং আক্রমণের ফলে তার ভার্চুয়াল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার হারান, তবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত—

1. **তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংককে অবহিত করা:** ঘটনার বিষয়ে ব্যাংকের গ্রাহকসেবা শাখা বা প্রতারণা প্রতিরোধ বিভাগকে অবিলম্বে জানাতে হবে।

2. **অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করা:** অননুমোদিত লেনদেন প্রতিরোধ করতে ব্যাংকের কাছে অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে ব্লক করার অনুরোধ জানাতে হবে।
3. **পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা:** অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট এবং সংশ্লিষ্ট ই-মেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ও নিরাপত্তা প্রশ্নাবলি অবিলম্বে পরিবর্তন করতে হবে।
4. **লেনদেন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা:** সন্দেহজনক কার্যক্রম শনাক্তের জন্য নিয়মিতভাবে অ্যাকাউন্টের লেনদেন পর্যালোচনা করতে হবে।
5. **লিখিত অভিযোগ দাখিল করা:** ফিশিং আক্রমণের বিস্তারিত উল্লেখ করে ব্যাংকের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে হবে।
6. **পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা:** স্থানীয় থানা বা সাইবার ক্রাইম ইউনিটে ঘটনাটি সাইবার অপরাধ হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে।
7. **ডিভাইস সুরক্ষিত করা:** কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসগুলো আপডেট অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার দিয়ে স্ক্যান করে ম্যালওয়্যার অপসারণ করতে হবে।

দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন- ৪৯। "ব্যাংকার এবং গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক মূলত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্কের অনুরূপ।" — ব্যাখ্যা কর। – (মে-২০২৫)

প্রেক্ষাপট	ব্যাংকের ভূমিকা	গ্রাহকের ভূমিকা
যখন কোনো গ্রাহক টাকা জমা রাখেন	ব্যাংক গ্রাহকের আমানত গ্রহণ করে এবং সেই অর্থ অন্যদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে। তাই ব্যাংক এ ক্ষেত্রে **ঋণগ্রহীতা (Borrower)** হিসেবে কাজ করে।	গ্রাহক তার অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন এবং এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পান। তাই তিনি **ঋণদাতা (Lender)** হিসেবে কাজ করেন।
যখন কোনো গ্রাহক ঋণ গ্রহণ করেন	ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে, অর্থাৎ ব্যাংক এ ক্ষেত্রে **ঋণদাতা (Lender)** হিসেবে কাজ করে।	গ্রাহক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পরে তা পরিশোধের দায়িত্ব নেন। তাই তিনি **ঋণগ্রহীতা (Borrower)** হিসেবে কাজ করেন।

ব্যাখ্যা:

- **টাকা জমা রাখা:** যখন গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন, তখন ব্যাংক নির্ধারিত সময়ে বা চাহিবামাত্র সেই টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় **ঋণগ্রহীতা** এবং গ্রাহক হন **ঋণদাতা**।
- **ঋণ গ্রহণ করা:** যখন গ্রাহক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তখন গ্রাহক ব্যাংকের কাছে অর্থ পরিশোধের দায়বদ্ধ হন। এই ক্ষেত্রে ব্যাংক হয় **ঋণদাতা** এবং গ্রাহক হন **ঋণগ্রহীতা**।

অতিরিক্তভাবে, ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের মধ্যে প্রদত্ত সেবার ধরন অনুযায়ী ট্রাস্টি-বেনিফিশিয়ারি, এজেন্ট-প্রিন্সিপাল **এবং** উপদেষ্টা-গ্রাহক সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা সম্পর্ক ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল ভিত্তি গঠন করে, যা নিরাপদ আমানত নিশ্চিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ঋণ সরবরাহকে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস, চুক্তি ও আর্থিক দায়বদ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা মূলত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্কের প্রতিফলন।

প্রশ্ন– ৫০: মার্চেন্ট ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন এবং কর্পোরেট অর্থায়ন ও পুঁজিবাজার উন্নয়নে তাদের ভূমিকা আলোচনা করুন। (নভেম্বর–২০২৫)

মার্চেন্ট ব্যাংকের কার্যাবলি:

মার্চেন্ট ব্যাংক কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

1. **ইস্যু ব্যবস্থাপনা:** মার্চেন্ট ব্যাংক কোম্পানিকে শেয়ার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করে।
2. **আন্ডাররাইটিং সেবা:** মার্চেন্ট ব্যাংক সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। যদি জনগণ সম্পূর্ণ সিকিউরিটিজ ক্রয় না করে, তাহলে মার্চেন্ট ব্যাংক অবশিষ্ট অংশ নিজেই ক্রয় করে।
3. **কর্পোরেট পরামর্শ সেবা:** মার্চেন্ট ব্যাংক কোম্পানিকে একীভূতকরণ, অধিগ্রহণ, পুনর্গঠন এবং আর্থিক পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে।
4. **পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা:** মার্চেন্ট ব্যাংক গ্রাহকদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনা করে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।
5. **প্রকল্প অর্থায়ন:** মার্চেন্ট ব্যাংক প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করে।

কর্পোরেট অর্থায়ন ও পুঁজিবাজার উন্নয়নে মার্চেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা:

1. মার্চেন্ট ব্যাংক কোম্পানিকে পুঁজিবাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করে।
2. সঠিক ইস্যু ব্যবস্থাপনা ও আন্ডাররাইটিং এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে।
3. আর্থিক পরামর্শ ও মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন কোম্পানির উন্নয়নে সহায়তা করে।
4. পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের সরবরাহ বৃদ্ধি করে, যা বাজার উন্নয়নে সহায়ক।
5. তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে, যা কর্পোরেট অর্থায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন-৫১। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ব্যাংকার গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের তথ্য প্রকাশ করতে পারেন? (মে-২০২৬)

একজন ব্যাংকার সাধারণত গ্রাহকের তথ্য গোপন রাখেন, কিন্তু উপরোক্ত পাঁচটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের অনুমতি রয়েছে।একজন ব্যাংকারকে অবশ্যই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। তবে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের অনুমতি রয়েছে:

MetaMentor Center

1. **আইনের বাধ্যবাধকতায়:** যখন কোনো আদালতের আদেশ বা আইনগত কর্তৃপক্ষ ব্যাংককে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করে।
2. **জনস্বার্থে কর্তব্য:** যখন জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, যেমন—জালিয়াতি বা অপরাধ প্রতিরোধ।
3. **ব্যাংকের নিজস্ব স্বার্থে:** যখন ব্যাংককে তার নিজস্ব আইনগত অধিকার বা স্বার্থ রক্ষার জন্য তথ্য প্রকাশ করতে হয়।
4. **গ্রাহকের সম্মতি:** যখন গ্রাহক তথ্য প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট বা পরোক্ষ অনুমতি দেন।
5. **ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার আবশ্যকতা:** যখন বাংলাদেশ ব্যাংক, নিরীক্ষক, কর কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য অনুমোদিত নিয়ন্ত্রক সংস্থার তথ্যের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন-৫২। ডিজিটাল ব্যাংকিং কী? আজকাল এটি কেন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে? (মে-২০২৬)

ডিজিটাল ব্যাংকিং: ডিজিটাল ব্যাংকিং হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যা গ্রাহকদের কোনো ভৌত শাখায় না গিয়েই মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক চ্যানেলের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে। এটি গ্রাহকদের যেকোনো সময় এবং যেকোনো স্থান থেকে অ্যাকাউন্ট খুলতে, তহবিল স্থানান্তর করতে, বিল পরিশোধ করতে, ঋণের জন্য আবেদন করতে এবং অন্যান্য ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ডিজিটাল ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তার কারণসমূহ:

1. **সুবিধা:** গ্রাহকরা যেকোনো স্থান থেকে ২৪/৭ ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন।
2. **দ্রুত এবং কার্যকর পরিষেবা:** ন্যূনতম কাগজপত্রের মাধ্যমে লেনদেন দ্রুত সম্পন্ন হয়।
3. **খরচ হ্রাস:** ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় এবং গ্রাহকদের লেনদেন খরচ কমায়।
4. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** এটি ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকা এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
5. **প্রযুক্তিগত অগ্রগতি:** স্মার্টফোন, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বর্ধিত ব্যবহার এর জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে।

প্রশ্ন-৫৩। অ্যাপ-ভিত্তিক এবং ওয়েব-ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিষেবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কী কী? উপযুক্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। (মে-২০২৬)

দিক	অ্যাপ-ভিত্তিক	ওয়েব-ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিষেবার
প্রবেশের পদ্ধতি	স্মার্টফোনে ইনস্টল করা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়।	ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে এটি ব্যবহার করা যায়।
সুবিধা	নিয়মিত ব্যবহারের জন্য আরও সুবিধাজনক এবং তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন দেয়।	প্রতিবার একটি ব্রাউজার খুলে ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হয়।
উদাহরণ	তহবিল স্থানান্তরের জন্য বিকাশ অ্যাপ বা সিটিটাচ অ্যাপ ব্যবহার করা যায়।	ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করে ব্যালেন্স চেক করা বা বিল পরিশোধ করা হয়।

প্রশ্ন-৫৪। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ধারণাটি বর্ণনা করুন। এটি কীভাবে ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে? (মে-২০২৬)

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে সকল ব্যক্তির জন্য, বিশেষ করে স্বল্প-আয়ের এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সঞ্চয়, ঋণ, পরিশোধ এবং বীমার মতো সাশ্রয়ী ও অত্যাবশ্যকীয় আর্থিক পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাকে বোঝায়।

এটি কীভাবে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রসারিত করতে সাহায্য করে:

1. **ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে সহজ প্রবেশাধিকার:** এজেন্ট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে।
2. **সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে:** ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকা মানুষদের অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং নিরাপদে অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
3. **ঋণ সুবিধায় প্রবেশাধিকার:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যবসা, কৃষি এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য ঋণ পেতে সক্ষম করে।
4. **দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস করে:** অর্থনৈতিক সুযোগ উন্নত করে এবং স্বল্প-আয়ের গোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতায়নকে সমর্থন করে।
5. **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে:** আরও বেশি মানুষকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করে।

MetaMentor Center

সংক্ষিপ্ত নোট

প্রশ্ন-০১। আইডিআর (IDR) – (অক্টোবর-২০২৩)

আইডিআর (Interbank Demand Rate) হলো আন্তঃব্যাংক বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পরস্পরের কাছ থেকে যে হারে স্বল্পমেয়াদি (সাধারণত এক রাতের জন্য) ঋণ গ্রহণ করে, সেই সুদের হার। এটি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

এই হার বাজারে তহবিলের চাহিদা ও জোগান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। উচ্চ আইডিআর বাজারে তহবিলের ঘাটতি নির্দেশ করে, অপরদিকে নিম্ন আইডিআর পর্যাপ্ত তারল্য বিদ্যমান থাকার ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মুদ্রানীতি পরিচালনা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আইডিআর ব্যবহার করে। এটি অর্থনীতির অন্যান্য সুদের হারের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং ব্যবসা ও ভোক্তাদের ঋণ গ্রহণ ও প্রদান ব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন-০২। মিউচুয়াল ফান্ড (Mutual Fund) – (মে-২০২২, মে-২০২৫)

মিউচুয়াল ফান্ড হলো এমন একটি বিনিয়োগ মাধ্যম, যেখানে বহু বিনিয়োগকারীর অর্থ একত্রিত করে তা শেয়ার, বন্ড বা অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়। এই ফান্ড পেশাদার পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকরা পরিচালনা করেন, যারা বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রতিটি বিনিয়োগকারী মিউচুয়াল ফান্ডে শেয়ার বা ইউনিটের মালিক হন, যা ফান্ডের মোট সম্পদের নির্দিষ্ট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এই শেয়ার বা ইউনিটের মূল্য ফান্ডে থাকা মূল সম্পদগুলোর কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের বৈচিত্র্যকরণ (diversification) সুবিধা প্রদান করে, যার মাধ্যমে তারা অল্প পরিমাণ অর্থ দিয়েও বিভিন্ন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারেন। এগুলো সাধারণত স্বতন্ত্র সিকিউরিটিতে সরাসরি বিনিয়োগের তুলনায় অধিক সহজলভ্য। মিউচুয়াল ফান্ড সক্রিয়ভাবে পরিচালিত (যেখানে ব্যবস্থাপকরা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন) অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত (যেখানে নির্দিষ্ট সূচকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয়) হতে পারে। এগুলো তারল্য সুবিধা প্রদান করে, অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা যে কোনো কার্যদিবসে ফান্ডের শেয়ার/ইউনিট কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৩। রিটেইল ব্যাংকিং – (এপ্রিল-২০১৮, এপ্রিল-২০১৮)

রিটেইল ব্যাংকিং বলতে বোঝায় এমন ব্যাংকিং সেবা যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পরিবর্তে সরাসরি ব্যক্তিগত গ্রাহকদের প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব, গৃহঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ, ক্রেডিট কার্ড এবং মেয়াদি আমানত (সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট বা CD) সহ বিভিন্ন আর্থিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। রিটেইল ব্যাংকিং-এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত গ্রাহক ও পরিবারের দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পূরণ করা।

রিটেইল ব্যাংক সাধারণত শারীরিক শাখা, এটিএম এবং অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই ব্যাংকগুলো ব্যক্তিগতকৃত সেবা ও আর্থিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলতে গুরুত্ব দেয়। এগুলো গ্রাহকদের জন্য সহজ প্রবেশাধিকার, সুবিধাজনক সেবা এবং তথ্যের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। রিটেইল ব্যাংকিং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি ব্যক্তিদের মৌলিক ব্যাংকিং সেবায় প্রবেশের সুযোগ দেয়, সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে এবং ব্যক্তিগত ও গৃহসংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-০৪। আর্থিক সাক্ষরতা ও অন্তর্ভুক্তি – (নভেম্বর-২০২৪)

অথবা, আর্থিক সাক্ষরতা কী? অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? (নভেম্বর–২০২৫)

আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy) বলতে বোঝায় ব্যক্তির বাজেট প্রণয়ন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের আয়-ব্যয় সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষ, বিশেষ করে সেবাবঞ্চিত ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী, ব্যাংকিং, ঋণ, বীমা ও ডিজিটাল আর্থিক সেবার সহজ প্রবেশাধিকার পায়। আর্থিক সাক্ষরতা ও অন্তর্ভুক্তি একে অপরের পরিপূরক। আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ঋণ গ্রহণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং প্রতারণার ঝুঁকি কমে। অন্যদিকে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবার সুযোগ তৈরি করে, যা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ফলে এই দুটি উপাদান একসঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-০৫। মোবাইল ব্যাংকিং নিরাপত্তা – (নভেম্বর-২০২৪)

মোবাইল ব্যাংকিং নিরাপত্তা বলতে বোঝায় এমন সকল ব্যবস্থা, যা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহারকালে ব্যবহারকারীর আর্থিক তথ্য ও লেনদেনকে সুরক্ষিত রাখতে গ্রহণ করা হয়। মোবাইল ব্যাংকিং ক্রমবর্ধমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠায়, ব্যবহারকারীর তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

MetaMentor Center

প্রধান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে —

- এনক্রিপশন: যা ব্যবহারকারীর তথ্যকে অননুমোদিত প্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে।
- বহুপদ প্রমাণীকরণ (MFA): যেখানে প্রবেশাধিকার দেওয়ার আগে একাধিক যাচাইকরণ (যেমন পাসওয়ার্ড ও এককালীন পাসওয়ার্ড বা OTP) প্রয়োজন হয়।
- বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ: যেমন আঙুলের ছাপ বা মুখ শনাক্তকরণ, যা নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ব্যবহৃত হয় ।

ব্যাংকসমূহ সাইবার আক্রমণ ও অননুমোদিত প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য ফায়ারওয়াল এবং অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ব্যবহার করে। নিয়মিত সিকিউরিটি আপডেট এবং গ্রাহকদের নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করা (যেমন– লেনদেনের সময় পাবলিক ওয়াই-ফাই ব্যবহার না করা) মোবাইল ব্যাংকিং সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করে। এসব ব্যবস্থা গ্রাহকদের প্রতারণা, হ্যাকিং এবং পরিচয় চুরির মতো ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন-০৬. ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম – (নভেম্বর-২০২৪)

ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নগদ লেনদেন এড়িয়ে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ করে দেয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো মোবাইল ওয়ালেট, ব্যাংক ট্রান্সফার, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এবং অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যেমন PayPal, Google Pay ও বিকাশ। কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট করা যায়, যা সহজ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন।

এগুলো নিরাপত্তা জোরদার করে এনক্রিপশন ও অথেনটিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেমন টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA) এবং বায়োমেট্রিক যাচাই। ডিজিটাল পেমেন্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে, কারণ এটি দূরবর্তী বা অবহেলিত অঞ্চলের মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়। একই সঙ্গে এটি নগদের উপর নির্ভরশীলতা কমায়, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসায়িক লেনদেনকে সহজ করে।

সরকার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এবং মানি লন্ডারিংয়ের মতো আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে ডিজিটাল পেমেন্টকে উৎসাহিত করছে।

প্রশ্ন- ০৭. ক্রিপ্টোকারেন্সি – (নভেম্বর-২০২৪)

ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো একটি ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল মুদ্রা, যা নিরাপত্তার জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে, ফলে এটিকে নকল করা বা দ্বিগুণ ব্যয় করা কঠিন হয়। প্রচলিত মুদ্রার বিপরীতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্লকচেইন প্রযুক্তিভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্কে পরিচালিত হয়। ব্লকচেইন হলো একটি বিতরণকৃত খতিয়ান, যেখানে একাধিক কম্পিউটারে সব লেনদেনের রেকর্ড রাখা হয়। ২০০৯ সালে তৈরি হওয়া বিটকয়েন ছিল প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি, এবং এরপর থেকে ইথেরিয়াম, রিপল ও লাইটকয়েনসহ হাজার হাজার ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে এসেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশ্বব্যাপী দ্রুত এবং স্বল্প খরচে লেনদেনের সুযোগ করে দেয়, যেখানে ব্যাংকের মতো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয় না। এগুলোকে অনেকে বিনিয়োগ সম্পদ হিসেবেও বিবেচনা করে, কারণ এর দামের ওঠানামা বা অস্থিরতা অনেক বেশি। তবে ক্রিপ্টোকারেন্সি অত্যন্ত জল্পনামূলক এবং নিরাপত্তা, প্রতারণা ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনার কারণে এটি নানা ধরনের নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

প্রশ্ন-০৮. এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস) – (অক্টোবর-২০২৩)

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) বলতে বোঝায় এমন আর্থিক সেবার পরিসর, যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদান করা হয় এবং ব্যবহারকারীরা প্রচলিত ব্যাংক হিসাব ছাড়াই ব্যাংকিং লেনদেন করতে পারে। এমএফএস-এর অন্তর্ভুক্ত সেবার মধ্যে রয়েছে টাকা প্রেরণ, বিল পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জ এবং সঞ্চয়। এসব সেবা মোবাইল অ্যাপ বা ইউএসএসডি (USSD) কোডের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়, ফলে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও সহজে পাওয়া যায়।

এমএফএস বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়িয়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ব্যবহারকারীরা সহজেই টাকা পাঠাতে, অর্থ গ্রহণ করতে এবং মোবাইল ফোনের সুবিধা ব্যবহার করে বিভিন্ন আর্থিক সেবা নিতে পারে। এটি বিশেষভাবে সহায়ক গ্রামীণ বা অবহেলিত অঞ্চলের মানুষের জন্য, যাদের প্রচলিত ব্যাংকিং সুবিধা সীমিত। এমএফএস আর্থিক লেনদেনকে আরও সুবিধাজনক, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করেছে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৯. ই-ব্যাংকিং – (অক্টোবর-২০২৩) (এপ্রিল-২০১৮) (অক্টোবর-২০২১)

ই-ব্যাংকিং (ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং) হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে হিসাবের ব্যালেন্স দেখা, টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, ঋণের জন্য আবেদন এবং বিনিয়োগ পরিচালনা করতে পারে। ই-ব্যাংকিংয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং এটিএম লেনদেন।

ই-ব্যাংকিংয়ের প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে সুবিধাজনক ব্যবহার, কারণ এটি যেকোনো স্থান থেকে ২৪/৭ ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয় এবং তাৎক্ষণিক লেনদেনের কারণে সময় সাশ্রয় হয়। এটি শাখা-ভিত্তিক সেবার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের সময় বাঁচায়। এনক্রিপশন ও মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশনের মতো উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে। ই-ব্যাংকিং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য আর্থিক সেবা প্রদান করে।

প্রশ্ন- ১০. ফিনটেক – (মে-২০২২, মে-২০২৫)

ফিনটেক (ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি) বলতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক সেবা প্রদান এবং আর্থিক কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধিকে বোঝায়। এর আওতায় রয়েছে ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন ঋণদান, ব্লকচেইন, পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) লেনদেন, রোবো-অ্যাডভাইজর এবং মোবাইল ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন সেবা। ফিনটেকের মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক প্রক্রিয়া সহজ করা, খরচ কমানো এবং আর্থিক সেবার প্রাপ্যতা বাড়ানো।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং এবং বিগ ডেটার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফিনটেক কোম্পানিগুলো গ্রাহক ও ব্যবসার জন্য আরও দ্রুত, ব্যক্তিগতকৃত ও নিরাপদ সেবা প্রদান করে। এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে, ফলে যারা প্রচলিত ব্যাংকিং সেবায় পিছিয়ে আছে তারাও ব্যাংকিং, বীমা ও ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। ফিনটেক বিশ্বব্যাপী আর্থিক খাতকে রূপান্তরিত করছে, আর্থিক সেবাকে করছে আরও কার্যকর, সাশ্রয়ী ও সবার জন্য সহজলভ্য।

প্রশ্ন-১১. অল্টারনেট ডেলিভারি চ্যানেল – (অক্টোবর-২০১৮) (এপ্রিল-২০১৯)

অল্টারনেট ডেলিভারি চ্যানেলস (ADCs) বলতে বোঝায় শাখাভিত্তিক নয় এমন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে। এসব চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এটিএম, পস (POS) টার্মিনাল, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং কল সেন্টার। এডিসির মাধ্যমে গ্রাহকরা নগদ উত্তোলন, টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধ এবং হিসাব ব্যবস্থাপনার মতো নানা ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন, শারীরিকভাবে ব্যাংক শাখায় না গিয়েই।

এডিসি গ্রাহকের সুবিধা বাড়ায়, কারণ এটি ২৪/৭ ব্যাংকিং সেবার সুযোগ দেয়। বিশেষ করে অবহেলিত অঞ্চলে, যেখানে প্রচলিত ব্যাংক অবকাঠামো সীমিত, সেখানে এটি অত্যন্ত কার্যকর। কার্যক্রমের খরচ কমানো এবং দ্রুত সেবা প্রদানের মাধ্যমে এডিসি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে ও আরও দক্ষ ব্যাংকিং কার্যক্রম নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন- ১২. নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (NBFI) – (এপ্রিল-২০২০)

নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (**NBFI**) হলো এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংকের মতো বিভিন্ন আর্থিক সেবা প্রদান করে, তবে পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং লাইসেন্স তাদের নেই। এনবিএফআই সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে না, তবে তারা ঋণ প্রদান, লিজিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বীমা এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মতো সেবা প্রদান করে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিংয়ের বাইরে থাকা ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিকল্প আর্থিক সেবা পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে এনবিএফআই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (**SMEs**), আবাসন এবং অবকাঠামো খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (**BSEC**)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়, যাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন-১৩. এলিজিবল সিকিউরিটি – (অক্টোবর-২০২১) (মে-২০২৬)

এলিজিবল সিকিউরিটি বলতে এমন আর্থিক উপকরণ বা সম্পদকে বোঝায়, যা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত বিশেষ মানদণ্ড পূরণ করে এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে ব্যবহারের উপযোগী হয়। যেমন ঋণের জামানত, বিনিয়োগ, বা একটি আর্থিক পোর্টফোলিওর অংশ হিসেবে। সাধারণত এ ধরনের সিকিউরিটির মধ্যে সরকারি বন্ড, করপোরেট বন্ড এবং স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ ও সহজে নগদীকরণযোগ্য শেয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এলিজিবল সিকিউরিটি প্রায়শই স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ বা রেপো (**Repurchase Agreement**) চুক্তির জামানত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক এলিজিবল সিকিউরিটি নির্ধারণ করে দেয়, যা ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রক উদ্দেশ্যে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের জামানত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এলিজিবল সিকিউরিটি তারল্য নিশ্চিত করে, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন- ১৪. স্টেল বিল অব লেডিং – (অক্টোবর-২০১৯)

স্টেল বিল অব লেডিং হলো এমন একটি শিপিং ডকুমেন্ট, যা উপস্থাপনের নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রম করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিল অব লেডিং (B/L) পরিবহনকারী কর্তৃক প্রেরককে প্রদান করা হয়, যা পণ্য গ্রহণের স্বীকৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দলিল একইসঙ্গে পণ্য প্রাপ্তির রসিদ এবং মালিকানার প্রমাণ হিসেবে কার্যকর।

সাধারণত একটি বিল অব লেডিং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈধ থাকে, যা প্রেরণের তারিখ থেকে প্রায় ২১ দিন হয়ে থাকে। যদি এই মেয়াদের মধ্যে বিল অব লেডিং উপস্থাপন করা না হয়, তবে তা "স্টেল" বা অকার্যকর হয়ে যায়, অর্থাৎ পণ্য দাবি করার ক্ষেত্রে আর বৈধ থাকে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমদানিকারককে (consignee) পণ্য উত্তোলনে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যদি না পরিবহনকারী নতুন কোনো ডকুমেন্ট বা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে। স্টেল বিল অব লেডিং আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেরি ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-১৫. আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (মে-২০২৬)

আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সঞ্চয়কারী এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এটি উদ্বৃত্ত ইউনিট (যাদের কাছে অতিরিক্ত অর্থ আছে) থেকে তহবিল সংগ্রহ করে এবং সেই তহবিল ঘাটতি ইউনিটকে (যাদের অর্থের প্রয়োজন এমন ব্যক্তি বা ব্যবসা) সরবরাহ করে। আর্থিক মধ্যস্থতাকারীরা অর্থনীতিতে তহবিলের দক্ষ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

উদাহরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, লিজিং কোম্পানি এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs)।

End of First Chapter

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402
MetaMentor Center